চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 November, 2019 ■ আগরতলা, ২৩ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে পিষে মারল পাচারকারীরা

আটক তিনটি গাড়ি, ফেরার অভিযুক্ত, মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর/আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। পাচারকারীরা গাড়ি চাপা দিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের কর্তব্যরত এক সাব-ইনস্পেক্টরকে খুন করেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাচারবাণিজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে প্রাণ হারিয়েছেন সিপাহিজলা জেলার কলমচৌড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর দুর্গাকুমার রাঙ্খল (৫৫)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

আজ তাঁর মরদেহ আগরতলায় এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ ও ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক-সহ অন্য পুলিশ আধিকারিক-কর্মীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সেখান থেকে প্রয়াতের মরদেহ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় রাঙ্খলপাড়ায় পৈতৃক ভিটেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এদিকে, পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টরকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগে তিনটি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। তবে চালক পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কলমচৌড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাচার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর দুর্গাকুমার রাঙ্খল। তাঁর সাথে থানার অন্য পুলিশ কর্মীরাও ছিলেন। পুলিশের কথায়, দক্ষিণ কলমচৌড়া এগিয়েচলোর পাশে বাজারের সামনে সোনামুড়া-বক্সনগর মূল সড়কে তাঁরা ওত পেতে বসেছিলেন। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ সোনামুড়া থেকে তিনটি গাড়ি আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ তাদের থামার জন্য নির্দেশ দিলে প্রথম দুটি গাড়ি দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় গাড়িটি সাব-ইনস্পেক্টর দুর্গাকুমার রাঙ্খলকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ধাক্কায় তিনি ছিটকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্য পালন করতে গিয়ে শহীদ পুলিশ আধিকারীকের মরদেশে শেষ শ্রদ্ধা জানান আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। (ইনসেটে মৃত পুলিশ এসআই দূর্গ কুমার রাঙ্খল) ছবি নিজস্ব।

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন উদ্ধব নয়া সরকার গড়ছে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেসের জোট

মুম্বই, ২২ নভেম্বর ।। প্রায় এক মাস ধরে টানাপড়েন চলছিল। নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর মহারাষ্ট্রে সরকার কে গড়বে, তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও দিশা তৈরি হচ্ছিল না। অবশেষে শুক্রবার সন্ধ্যায় এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার জানিয়ে দিলেন, মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। নয়া সরকার গড়ছে শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেসের নয়া জোট।

শুধু তাই নয়, যে কোনও জোট সরকারে তারা যে আড়াই বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্ব এত দিন দাবি করে এসেছিল, সুরাহা হয়েছে তারও। পওয়ার জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছররের জন্য উদ্ধবই থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মহারাষ্ট্রে জোট সরকারকে নেতৃত্বও দেবেন উদ্ধব।

বিজেপি যদিও নয়া এই জোটকে কটাক্ষ করে 'সুবিধাবাদীদের জোট' বলেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নিতিন গডকড়ী এ দিন বলেন, ওই জোট সরকার গড়লে আট মাসও টিকবে না। ভেঙে যাবে।

শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকারের মুখ কে হবেন, তা নিয়ে এ দিন সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের নেহরু সেন্টারে এক 'হাই প্রোফাইল' বৈঠকে বসেন ওই দলের বিধায়কেরা। তাদের শীর্ষ নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে উদ্ধবকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে বলেন কংগ্রেস-এনসিপি নেতারা। এনসিপি নেতা পওয়ার জানিয়েছেন, বৈঠকে ঐকমত্য ভাবে উদ্ধবের নামেই সিলমোহর পড়েছে।

বৈঠকের প্রাথমিক পর্ব শেষে নেহরু সেন্টার থেকে বেরিয়ে যান উদ্ধব ঠাকরে, শরদ পওয়ার এবং আদিত্য ঠাকরে। বাকি বিধায়কদের মধ্যে বৈঠক চলতে থাকে। প্রাথমিক পর্বের পর উদ্ধব বলেন, বৈঠক খুবই সদর্থক এবং ফলপ্রসূ হয়েছে। একই কথা জানান কংগ্রেস নেতারাও।

এ দিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটলেও উপমুখ্যমন্ত্রী বা স্পিকার পদে কে বসবেন, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সূত্রের খবর, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং স্পিকার পদের দাবিদার কংগ্রেস। ক্যাবিনেটের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদের দাবিদার হিসাবে এনসিপি-র বিভিন্ন নেতার নাম উঠে আসছে। ফলে আগামিকাল, শনিবারও এই বৈঠক চলবে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা পৃথ্বীরাজ চহ্বাণ এবং প্রফুল্ল পটেল।

বৈঠক শুরুর আগে থেকেই অবশ্য মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য চাপ বাড়াতে শুরু করেছিল শিবসেনা। বৈঠকের আগেই সেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত এ দিন সকালে মন্তব্য করেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য তাঁদের দলেরই কেউ মুখ্যমন্ত্রী পদে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারায়ণ করের জামিনের মেয়াদ বাড়াল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে সিপিএম পার্টি অফিসে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে দলের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলির সদস্য নারায়ণ করের জামিনের মেয়াদ বেড়েছে। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, গত ১৭ অক্টোবর পশ্চিম আগরতলা থানায় জনৈক প্রদীপ আচার্যী সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলির সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ নারায়ণ করের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩৫৩, ২১২ এবং ১২০বি ধারায় মামলা করেছিলেন। ওই মামলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুলিকান্ডে ধৃত সমির ভট্টাচার্য্য জেল হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে গুলি করার ঘটনায় ধৃত সমির ভট্টাচার্যিকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, গত ১৬ নভেম্বর ভূবনবনে বাড়িতে ঢুকে উমা সরকারকে গুলি বিদ্ধ করার ঘটনায় পুলিশ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। গত ১৭ নভেম্বর ওই গুলি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সমির বনিককে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ গত ১৯ নভেম্বর সমির ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করেছিলো। ওই দিন তাকে আদালতে সোপর্দ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণটুকাটুকি ঃ ভুল স্বীকার করেছেন ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর ।। উমাকান্ত অ্যাকাডেমির একাদশ শ্রেণির ছাত্র এবং শিক্ষকরা গণটুকাটুকির ঘটনায় ভুল স্বীকার করেছেন। তাই বিদ্যালয়ে গণটুকাটুকির ঘটনায় ছাত্র ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। ভবিষ্যতে তাঁরা এ ধরনের ভুল আর হবে না বলেও নাকি মুচলেকা দিয়েছেন।

সম্প্রতি রাজধানী আগরতলার বনেদি বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত উমাকান্ত অ্যাকাডেমিতে গণটুকাটুকির ঘটনা ঘটেছে। এতে উমাকান্ত অ্যাকাডেমির অ্যালামনির সদস্যরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের কাছে এই অপরাধের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অ্যালামনির তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তবে, শিক্ষা দফতরও গণটুকাটুকির ঘটনায় খুব তাড়াতাড়ি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। শিক্ষা অধিকর্তা ইউকে চাকমা এবং শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিদ্যালয়ে গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে আজ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন মন্ত্রী নাথ।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, উমাকান্ত অ্যাকাডেমিতে দ্বাদশ শ্রেণিতে কলা বিভাগে ১১২ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ১০৬ জন এবং বাণিজ্য বিভাগে ২৯ জন ছাত্র রয়েছেন। আজ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তাদের সকলের সাথে খোলামেলা আলোচনা করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রত্যেক ছাত্রই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত। তারা দুঃখপ্রকাশ করে আগামীদিনে এমন ভুল পথ অবলম্বন করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিনি জানান, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথেও পৃথকভাবে কথা বলেছি। ভুলত্রুটি হয়েছে তাঁরা স্বীকার করেছেন। সাথে আগামীদিনে এমন কোনও ঘটনা ঘটবে না বলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আশ্বস্ত করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্ররা সকলকে তাদের প্রতি ভরসা রাখতে বলেছে। আগামীদিনে ক্লাসরুমে একজন শিক্ষক না থাকলেও সে সুযোগ নিয়ে তারা টুকাটুকি করবে না বলে আশ্বাস দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্ররা তাদের বক্তব্যে অবিচল থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নিয়ে অন্তিমবারের জন্য সুযোগ দিয়েছি।

মেয়াদোত্তীর্ণ প্রচুর সামগ্রী বাজেয়াপ্ত ব্যবসায়ীদের জরিমানা ও শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। বাজারে যেমন নিত্যদিন বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন সামগ্রীর ছয়লাপ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বাজারে একাংশ ব্যবসায়ীদের হাত ধরে দীর্ঘদিন ধরেই চলেছে। অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রির অন্যতম মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রদান শহর সহ অন্যান্য এলাকা।

ওইসব ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে চায়। বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন শুক্রবার আচমকা

তেলিয়ামুড়া

তেলিয়ামুড়া বাজারের বিভিন্ন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হানাদারি চালায়। তাতে প্রশানের কর্মকর্তাদের চোখও রীতিমতো চড়ক গাছ। কেননা বাজার পরিক্রমা করে তারা ব্যাপক দুর্নীতির নজির প্রত্যক্ষ করেছেন।

সেজন্য মহকুমা প্রশাসন শোকজ নোটিশ জারি করেছে অনেক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এই হানাদারিতে প্রশাসন কয়েকটি দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে শোকজ নোটিশ ধরিয়ে দেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহকুমা প্রশাসন আবার স্পটফাইনও করেন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানকে। এছাড়াও প্রশাসন বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর মূল্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক ক্লিকেই হাতের নাগালে সব, অনলাইনে খতিয়ান পাওয়ার পদ্ধতি চালু রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। রাজ্যে অনলাইনে খতিয়ান বা ই-আরওআর (রেকর্ড অব রাইট) সিস্টেম-এর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। খতিয়ান ও নামজারির শংসাপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ ও সরলীকরণের উদ্দেশ্যেই এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মহাকরণে রাজস্বমন্ত্রীর অফিসকক্ষে এ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট-এর উদ্বোধনের সময় রাজস্ব বিভাগীয় প্রধানসচিব বিকে সাহু, ল্যান্ড রেকর্ড ও সেটেলমেন্ট দফতরের অধিকর্তা এলটি ডার্লং, এনআইসি-র সিনিয়র টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সিকে ধর, এনআইসি (আগরতলা)-র সায়েন্টিস্ট (এফ) সুরজিৎ সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় রাজস্বমন্ত্রী বলেন, এই ওয়েবসাইটটি চালু হওয়ায় এখন থেকে জমির ক্রেতা ও বিক্রেতারা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ান পাওয়ার আবেদন করতে পারবেন। ফি-ও অনলাইনেই দেওয়ার সুবিধা রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ঘরে বসেই খতিয়ান সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

তাঁর কথায়, আগে এই খতিয়ান পাওয়ার জন্য তহশিল, ডিসিএম অফিস, এসডিএম অফিস এবং ল্যান্ড রেকর্ডস ও সেটেলমেন্ট কার্যালয়ে ছুটতে হত। এখন এক ক্লিকেই সব হাতের নাগালে এসে যাবে। রাজস্বমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস আইন, ১৯৬০-এর সংশোধনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এজন্য একটি এক্সপার্ট টিম গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কমিটির সুপারিশ-সহ রিপোর্ট রাজস্ব ও আইন দফতরে জমা পড়েছে।

তিনি বলেন, জমি ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে রাজ্যে ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার কলকাতায় দিবারাত্রী টেস্ট ম্যাচের সূচনা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি। ছবি- হিন্দুস্থান সমাচার।

১০৩২৩ এর বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করার দাবীতে বামপন্থী যুব সংগঠনের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকদের বিকল্প চাকরীর ব্যবস্থা করা, ছাঁটাই করা কর্মীদের পুননিয়োগ এবং সরকারী দপ্তরে অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবার আগরতলায় আরএমএস চৌমুহনিতে গণঅবস্থান পালন করে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই।

গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিট্যুনেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কর্মসংকোচন ও ছাঁটাইয়ের গুরুতর অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মিড ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। সামান্য মজুরীর কাজ হারিয়ে তারা দিশাহারা। আশা কর্মীদের পর্যন্ত ছাঁটাই করা হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও হেল্পাররা হুমকির মুখে। ৩৯৬২ জন গ্রাম রোজগার সেবককে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার।

শংকর আসাদ বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ১০৩২৩ জন এডহক শিক্ষককে চাকুরীতে বহাল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আগামী মার্চ মাসেই তাদের চাকরীর সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সরকার হাতে ১০৩২৩ জন এডহক শিক্ষকের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেই দাবি জানিয়েছেন শংকর প্রসাদ দত্ত। মেধার ভিত্তিতে চাকরীর সংস্থান করা হলে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি অংশের ছেলে মেয়েদের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করার সুযোগ থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন শংকর প্রসাদ দত্ত।

মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ পুরবাসী, রেহাই পেতে সচেতন ও সজাগ থাকার পরামর্শ নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর।। মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন পুরবাসী। তাই, আজ আগরতলা পুর নিগম সচেতনতামূলক বৈঠকের ডাক দিয়েছিল। ওই বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরে পুর কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, কৃত্রিম জল জমে মশার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই, পুরবাসী প্রত্যেকেই নিজেদের বাড়িঘরে জমানো জল পরিষ্কার রাখতে হবে। এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলার লক্ষ্যেই আজ পুর নিগম আলোচনা করেছে।

এদিন তিনি বলেন, মশার হাত থেকে রেহাই পেতে আমাদের কি করণীয় তা বুঝতে হবে। কখনই কৃত্রিম জল জমতে দেওয়া যাবে না। কারণ, বাড়িঘরে কিংবা রাস্তাঘাটে জমানো জল থেকেই মশার উৎপত্তি হচ্ছে। শৈলেশ যাদবের দাবি, পুর নাগরিক সচেতন হলে মশার যন্ত্রণার হাত থেকে সহজেই নিস্তার মিলবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় এবং পুরবাসীর বাড়িঘরে জল জমে থাকছে। তাঁর দাবি, মশা নিধনে পুর নিগমের নির্দিষ্ট কর্মসূচি তার গতি ধরে এগিয়ে যাবে। কিন্তু মশার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে সকলকেই সজাগ থাকতে হবে।

মশার যন্ত্রণা খেরে মুক্তি পাওয়ার পথ অনুসন্ধান করতে পুর নিগমে বৈঠক। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এদিন আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের মেয়র সহ ডেপুটি মেয়র, মেয়র ইন কাউন্সিল এবং সমস্ত কাউন্সিলাররা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পূর্ত, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। সাথে উপস্থিত ছিলেন আগরতলার বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ডা. যাদব বলেন, পুর নাগরিকদের সচেতন করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক- শিক্ষিকাদের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়াবেন। তাই তাদেরকেও ওই আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ডা. যাদব দাবি করেছেন মশার হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুব একটা কঠিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৪৬ ▫ ২৩ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৬ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সিএবি ও এনআরসি চ্যালেঞ্জ

এনআরসি সারা দেশে বলবৎ করিবার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামে আবার এনআরসি হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এনআরসি নিয়া দেশ জুড়িয়া যখন বিতর্ক তুঙ্গে তখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) সংসদে কিভাবে পাশ করাইয়া নেওয়া যায় সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক বেশী সচেষ্ট। এনআরসি বিষয়ে বিজেপি ছাড়া বিভিন্ন দল সমর্থন ব্যক্ত করিলেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের (সিটিজেনশিপ এমেন্টমেন্ট বিল) বিরুদ্ধে কংগ্রেস, সিপিএম সুর চড়াইয়াছে। কিন্তু, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) বিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়াছে। আর এজন্যই বিজেপি নেতারা রাজ্যে রাজ্যে ঘুরিয়া জনমত যাচাই করিতেছেন। পরিস্থিতি কি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিজেপির জাতীয় সম্পাদক রাম মাধব সম্প্রতি রাজ্য সফর করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটি অনুষ্ঠানেও তিনি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে বক্তব্য রাখিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই বিল দেশকে সমৃদ্ধ করিবে। সারা দেশের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতিক্রিয়ার ফারাক আছে। এনআরসি সারা দেশে চালু করা ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশের উদ্যোগ ঘিরিয়া যে বিতর্ক দেখা দিয়াছে তাহা সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলিবে সন্দেহ নাই। আসামে এনআরসি চালু করিয়া খোদ বিজেপিই এখন বেকায়দায়। আসামের বিজেপির অর্থমন্ত্রীই আসামে এনআরসির বিরুদ্ধেই মন্তব্য করিয়াছেন। আসামে এনআরসির ফলে বহু মানুষের বিড়ম্বনা বাড়িয়াছে। ডিটেনশান ক্যাম্পে বহু মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছেন। ১৯ লক্ষ মানুষের নাম এনআরসি তালিকায় উঠে নাই। এই তালিলকায় রহিয়াছেন বহু হিন্দু বাঙালী যাহারা দীর্ঘদিন যাবৎ আসামে বসবাস করিতেছেন। আর এজন্যই সম্ভবত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা দিয়াছেন যে, আসামে আবার এনআরসি হইবে। স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলিয়াছেন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আসামে এনআরসি করা হইয়াছে তাহার কি হইবে?

তবু এনআরসির পক্ষে বিভিন্ন আঞ্চলিক বা উপজাতি ভিত্তিক দলের সমর্থন আছে। কিন্তু, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সুর চড়াইয়াছে প্রায় সব বিরোধী দলই। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ এখন সিলেক্ট কমিটিতে আছে। এই বিলে সংস্থান রাখা হইয়াছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান হইতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ, পার্সি ভারতে আসিলে নাগরিকত্ব দেওয়া হইবে। ভারতে ১২ মাস কাটাইলেই তাহার নাগরিকত্ব প্রাপ্তির আবেদন করিতে পারিবেন।

বর্তমানে নাগরিকত্বের আবেদন করা যাইবে ভারতে ১১ হইতে ১৪ বছর বসবাসের পর। বিলে বিশেষ কয়েকটি সম্প্রদায়কে ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়ার এই সংস্থান সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করিতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া অসাংবিধানিক বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। এদিকে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আশংকাও অমূলক নহে। তাহাদের বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান হইতে বহু মানুষ এপাড়ে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। এই উদ্বাস্তু ঢল উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে জনজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়াছে। এখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হইলে তো ভারতে আবার নতুন করিয়া জনস্রোত বহিতে পারে। এমনিতেই জনসংখ্যার চাপের মুখে ভারত। এই অবস্থায় যদি প্রতিবেশী দেশ হইতে বিশেষ কয়েকটি সম্প্রদায়কে প্রায় আমন্ত্রণই জানানো হয় তাহা হইলে জনজাতি গোষ্ঠী আরও সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবার আশংকা দেখা দেওয়ায় তাহারা চরম বিরোধীতার পথ বাছিয়া নিয়াছে। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, ভারত বিভাজিত হইয়াছিল ধর্মের ভিত্তিতে। ভারত হিন্দুদের জন্য এবং পাকিস্তান মুসলিমদের জন্য। কিন্তু, বিভাজিত ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেয়। সংবিধানে সকল ধর্মের অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ আছে। একথা আজ স্বীকার করিতে হইবে যে দেশজুড়িয়া মুসলীম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। কোথাও কোথাও মুসলীম আধিপত্যও প্রবল। বিজেপি বরাবরই হিন্দু তাস খেলিয়া নির্বাচন জয়ের চেষ্টা চালাইয়াছে। এই দল ভাল করিয়া জানে যে, মুসলীমরা বিজেপির প্রতি তেমন অনুরক্ত নহে। অনেক দল আছে ভারতে যাহারা মুসলীম তোষণের রাজনীতি চালাইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় বিজেপি হিন্দুত্ব নিয়া মানুষের কাছে ভোট চাইতেছে। সারা দেশে জুড়িয়া এনআরসি চালুর পরিণাম সম্পর্কে কেন্দ্র কতখানি সচেতন তাহাই বড় কথা। আসামের অভিজ্ঞতা গোটা দেশের মানুষকেই আজ বিব্রত করিতেছে। এনআরসি চালুর পক্ষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও জোর সওয়াল করিতেছেন। এনআরসি চালুর লক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার কতখানি কার্যকরী উদ্যোগ নেয় তাহা দেখিবার বিষয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মূল লক্ষ্য তো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাইয়া নেওয়া। যে বিল ২০১৬ সালে উত্থাপন হইয়াছিল। কিন্তু, প্রবল বাধার মুখে তাহা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হইয়াছে। কিন্তু, এইবার বিজেপি সরকার এই সিএবির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কেন্দ্রের মোদি সরকার যাহা করিবে বলিয়া স্থির করে তাহা রূপায়ণ করিয়াই ছাড়ে। জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করিবার এই কঠিন সিদ্ধান্ত তো নিয়াছে বিজেপি সরকার। তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে কঠিন সিদ্ধান্ত না নিলে মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাইতে বিজেপি দলীয় স্তরেও দেশের সর্বত্র জনমত যাচাই করিতেছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিবার হিম্মৎ রাখে তাহা এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রেও হয়ত দেখা যাইতে পারে।

দুর্ঘটনায় নয় বরং অনশনের জেরেই মৃত্যু হয়েছে শিক্ষিকার, সত্যকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে শাসকদল

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : অনশনের ১২ দিনের মাথায় ফের একবার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মৃতা শিক্ষিকার স্বামী। তাঁদের অভিযোগ, শাসক দল তাদের দিয়ে জোর করে বলাতে চাইছে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অনশনরত শিক্ষিকা রেবতী রাউতের। তাঁদের আরও অভিযোগ শুধুমাত্র রেবতী রাউতের প্রসঙ্গেই নয়, ক্রমাগত সমস্ত বিষয় নিয়েই মিথ্যাচার করছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দল। এপ্রসঙ্গে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ উগরে দেন তাঁরা।

এদিন অনশনকারীরা বলেন, প্রথম দিন থেকেই অনশনে যুক্ত ছিলেন রেবতী রাউত। এরপর ১৮ তারিখ অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওইদিনই রাস্তাতে মৃত্যু হয় তাঁর। দীর্ঘদিন অভুক্ত থাকার দরুন সমস্ত অনশনকারীদেরই শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। তাই সে অবস্থায় রাস্তায় বেরোলে যে কারুরই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই সেটাকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলা চলে না। অনশনের জেরেই মৃত্যু হয়েছে রেবতী দেবীর। এমনটাই দাবী অন্যান্য অনশনকারীদের। সরকারের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে অনশনকারীদের বক্তব্য, এই সরকার অপদার্থ। আর নিজেদের অপদার্থতা ঢাকার জন্য রেবতী রাউতের মৃত্যুর আসল কারনকে বিঘ্নিত করছে। তাঁদের আরও বক্তব্য, শাসকদলের তরফ থেকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে রেবতী দেবীর স্বামীকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁর মৃত্যুর কারন হিসেবে দুর্ঘটনার কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেহেতু তার স্বামী সরকারি চাকুরিজীবি তাই বাধ্য হয়ে একথা বলেছেন। এছাড়াও রয়েছে প্রানের ভয়। এক আন্দোলনরত অনশনকারীর কথায়, সরকারের এরূপ আচরণ শুধু শিক্ষকদের কাছেই নয়, রাজ্যবাসীর কাছে অপমান জনক। এদিন এবিষয়ে শাসকদলের প্রতি ধিক্কার জানানো হয় অনশনকারীদের তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, পার্শশিক্ষকদের স্থায়ীকরণের দাবিতে অনশন আন্দোলনে যোগ দেন রেবতী দেবী। অসুস্থতার কারণে ১৮ নভেম্বর বাড়িতে ফিরে যান রেবতী দেবী। সেদিন এলাকায় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি রাস্তায় পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগে তাঁর। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এরপরেই ক্ষভে ফেটে পরেন আন্দোলনরত পার্শশিক্ষকদের মধ্যে।

বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ লেখক সমাবেশে বইমেলা

রাহুল দাশগুপ্ত

বাংলাদেশ বইমেলা শেষ হল। এবারের বইমেলায় বাংলাদেশি প্রকাশকদের একটা প্রবণতা খুব স্পষ্ট, এপার বাংলার মতো ওখানের ধ্রুপদী লেখকদের মোটা মোটা রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করার ব্যাপারে একটা ঝোঁক তৈরি হয়েছে। এক খণ্ডে প্রকাসিত হয়েছে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও শহিদুল জহিরের সমস্ত রচনা। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সত্যেন সেন, হাসান আজিজুল হকের রচনাবলী, আবু ইসহাক, শহিদুল্লা কায়সার, শওকত ওসমান, হুমায়ুন আজাদ, জহির রায়হান প্রমুখের উপন্যাস সমগ্র। শামসুর রহমান ও আল মাহমুদের কবিতা সমগ্র। মাহমুদুর হকের 'কালো বরফ' ও 'অগ্রন্থিত গল্পর' পাশাপাশি দেখা গেছে শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাঞ্চনাগ্র' বা আবু জাফর শামসুদ্দীনের মহাকব্যিক উপন্যাস, 'পদ্মা মেঘনা যমুনা'। আরুজ আলি মাতুব্বরের রচনা সংগ্রহের পাশাপাশি আহমেদ রফিকের দু'খণ্ডের বিপুল কাজ 'নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ, বদরুদ্দিন উমরের পাশে লালনসমগ্র, এই সব নিয়ে জিমে উঠেছিল এবারের বাংলাদেশ বইমেলা।

বাংলাদেশের উপন্যাসের দুই মহত্তম প্রতিভার অন্যতম, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'অপরজন, আখাতা রুজ্জামান ইলিয়াস) জীবনের শেষ উপন্যাস 'কদর্য এশীয়' প্রকাশিত হয়েছে 'অবসর' প্রকাশনী থেকে। ওয়ালীউল্লাহের একটি আস্ত অপ্রকাশিত উপন্যাসের নতুন করে প্রকাশ নিঃসন্দেহ বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা। বইটি আগাগোড়া লেখা হয়েছে একটি রাজনৈতিক থ্রিলারের ধাঁচে। রয়েছে এসিযার একটি কাল্পনিক ভুখণ্ডের কথা। এই আখ্যানেরএকদিকে যদি থাকে ক্ষমতার নায়কেরা, অপরদিকে তবে রয়েছে দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষ। একদিকে সাম্রজ্যবাদ, অন্যদিকে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। বইটি প্রসঙ্গে ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন, 'এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের দারিদ্র মানুষের প্রত্যাশা কী? সর্বাগ্রে তারা চায় অত্যন্ত অবমাননাকর মানসিক অবস্থা তেকে মুক্তি। অনাহারের সার্বক্ষণিক হুমকি, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি। শুধু কুৎসিত শকুনের মতো ক্ষুধার স্থলে তাদের সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর মতো সামর্থ্যটুকু হলেই তাদের চলে'। 'সময় প্রকাশ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন সেনের রচনাবলীর প্রথম খণ্ড। জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই সত্যেন সেনের কেটেছে জেলের ভেতরে। যখন বাইরে এসেছেন, অদম্য উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন একের পর এক গণ আন্দোলনে। এই আপসহীন ও অনমনীয় কথাশিল্পীর বেশির ভাগ উপন্যাসই লেখা হয়েছে কারান্তরালে। সম্পাদকীয় ভাষ্যে এই দুষ্প্রাপ্য বইগুলি নতুন করে একত্রে ছাপানোর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের এত বড় সম্পদ হারিয়ে যাবে কিংবা উপমহাদেশের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসের খণ্ডচিত্রের এত বিপুল সমাহার জনগণের দৃষ্টির সীমানা থেকে বিলীন হয়ে যাবে এটি মানতে না পেরেই এই গ্রন্থের প্রকাশ। এই খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' এবং 'মসলার যুদ্ধ' নামে দু'টি ঐতিহাসিক কাহিনীচিত্র। 'রুদ্ধদ্বার রুদ্ধপ্রাণ' নামে একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের উপক্রমণিকা। আর রয়েছে মিথমেক ভিত্তি করে লেখা দু'টি অতুলনীয় আবেগময় উপন্যাস 'অভিশপ্ত নগরী' এবং পদচিহ্ন।

'নওরোজ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে আবু ইসহাকের 'উপন্যাস সমগ্র' এবং 'গল্প সমগ্র'। 'উপন্যাস সমগ্রয়' রয়েছে তাঁর কালজয়ী দু'টি উপন্যাস, 'সূর্য দীঘল বাড়ি' এবং 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। সূর্য দীঘল বাড়ির' বিষয় হিসাবে এসেছে দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ, উদ্বাস্তু মানুষের বেদনা ও বিপন্নতা। শহরে এক মুঠো ভারতের জন্য দুই নারীকে রাস্তার কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। অসহায়, বিপন্ন অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে তারা ফিরে আসে গ্রামে। লেখকের ভাষায়, ভাঙা মে রুদণ্ড দিয়ে সমাজ ও সভ্যতার মেরুদণ্ড সোজা করে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের পুরুষশাসিত সমাজ তাদের টিকতে দেয় না, নানারকম জুলুম করে এবং শেষে একেবারে উৎখাত করেই ছাড়ে। শাসক ও শোষিতের মধ্যে নানা আকারে যে লুকোচুরি খেলা চলে, কৌতুক ও বেদনায় তারই মানচিত্র এঁকেছেন লেখক। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে এসেছে। পদ্মার চরাঞ্চলের সংঘাতময় জীবন, ধর্ম যৌনতা শ্রেণিবৈষম্যের বহুস্তরীয় ছবি।

দেশভাগের যন্ত্রণাগন্ধ মহাকাব্যিক উপন্যাস 'সংসপ্তক'-এর স্রষ্টা শহিদুল্লা কায়সার ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসরদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁর 'গল্পসমগ্র' প্রকাশিত হয়েছে 'চা রুলিপি' থেকে। ফ্র্যাঙ্কে বাহিনীর হাতে লোরকার যে হাল হয়, সেই একইরকম রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। অবশেষে এই অসামান্য কথাশিল্পীর 'গল্পসমগ্র' প্রকাশিত হল। মোট ২৩টি গল্প আছে এই গ্রন্থে। বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন কায়সার। অনায়াসে ব্যবহার করেছেন কিংবদন্তী রূপকথা উপকথার আদল। কোনও গল্প প্যারাবলের আকারে অতি সংক্ষিপ্ত, আবার কোনও গল্প নভেলার মতোই দীর্ঘ। বিষয় হিসাবে এসেছে, নিম্নবিত্ত মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী, বাধ্য হওয়া দেহপসারিণী, শহুরে মধ্যবিত্ত প্রেমিকার স্বার্থরতা, এইসব। অণুগল্পগুলির মধ্যে কয়েকটির শিরোনাম এইরকম , 'কাকুর বনাম বাছুর', 'বদল কেমন করে মানুষ হলো,' 'খুনী ইত্যাদি।

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি বড় ভাই তথা বিশিষ্ট কথাকার শহিদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান জহির রায়হান। শাহরিয়ার কবিরের মতে, তাঁর সমসাময়িক লেখক শিল্পীদের ভেতর তিনি ছিলেন রাজনীতির প্রতি সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রথম জহির রায়হানের 'উপন্যাস সমগ্র' প্রকাশিত হয়েছে 'অনুপম প্রকাশীন' থেকে। মোট আটটি উপন্যাস রয়েছে এই বইতে। এগুলি হল, 'শেষ বিকেলের মেয়ে, ' 'তৃষ্ণা', 'হাজার বছর ধরে', 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফ গলা নদী', 'আর কত দিন,' 'কয়েকটি মৃত্যু' এবং 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানের রূপকার হিসাবে তাঁকে বলা হত শওকত ওসমান এবং অবশ্যই আবু ইসহাকের উত্তরাধিকার। প্রবলভাবে দায়বদ্ধ এই মানুষটি ছিলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে গোটা যাটের দশক জুড়ে '৬৯ সালের গণ আন্দোলন হয়ে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত দেশের সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। এইসব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

শওকত আলির 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' প্রকাশ করেছে 'দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড'। বাংলার ইতিহাস নিয়ে গভীর গবেষণামূলক এই উপন্যাস সম্পর্কে অনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাদের উপন্যাসের ধারায় একটি স্মরণীয় সংযোজন। সেই রাজারা দেশের ওপর ক্রমেই নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন, তুর্কি আক্রমণ আসন্নপ্রায়। তবু সামন্ত মহাসামন্তদের অত্যাচারের শেষ নেই। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও রুখে দাঁড়ায় অন্ত্যজেরা, কখনও বৌদ্ধেরা। ইতিহাসের সেই প্রদোষকালের জটিল আবর্তে পড়া কয়েকজন প্রাকৃত নরনারীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। এ কাহিনীতে আছে মৃৎশিল্পী শ্যামাঙ্গের মতো মানুষ, যাকে বাধা হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হয়। মানুষকে স্বপরিচয়ে উঠে দাঁড়াতে বলে মিত্রানন্দ তাকে নতজানু দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে বলে। বসন্তদাসও চায প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান, কিন্তু তার প্রশ্ন, পরিবর্তে কী পাবে সকলে? আর এসব প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার আগেই তুর্কি আক্রমণ আছড়ে পড়ে, পরিণামে বিপুল সংখ্যক মানুষ, স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

বিরল প্রয়াসে মাহমুদুল হকের অগ্রন্থিত গল্পগুলিকে একত্র করে অবশেষে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত 'অগ্রন্থিত গল্পক্ক বইটিতে। তাঁর গল্পগুলিতে আছে সুক্ষ্মতার কারুকাজ ডিজেইলসের বিন্যাস, গ্রামবাংলার প্রাচীন রূপকথার রহস্যময় ভুবন, পুরাণ ইতিহাসের ব্যবহার। নিজের গল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, রাজপথের ধারে ঘুরে বেড়াও, ঘুরে বেড়াও, নোংরা অন্ধকার গলিতে ও বস্তিতে। দুর্গন্ধে তোমার গা ঘিনঘিন করবে। তবুও তুমি এগিয়ে চলো, বুঝবে, বিষয়বস্তুর সন্ধান শত শত অবহেলিতের মধ্যেই নিহিত আছে। সম্পাদকের মতে, মাহমুদুল হকের গল্পগুলিতে মিশে আছে চিত্রশিল্পীর ধারণা, ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে সুগভীর চেতনা। শব্দকে তিনি অনায়াসে গ্রহণ করেন লোকায়ত সংস্কৃতি এবং বাগাধারা থেকে।

২০০৪ সালের ৭ আগস্ট মিউনিখে নিজের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় বাংলাদেশের মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা এবং প্রথাবিরোধী কথাকার হুমায়ুন আজাদকে। ততদিনে তাঁর উপন্যাসগুলি পাক সার জমির সাদ বাদ, '১০০০০ এবং আরো একটি ধর্ষণ, 'একটি খুনের স্বপ্ন', দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ থাকা গদ্যগ্রন্থ 'নারী' তুমুল আলোচিত, চর্চিত এবং বিতর্কিত। 'ছাপান্নো হাজার বর্গমাইল' উপন্যাসটি প্রকাশ করেছে 'আগামী প্রকাশনী'। এই উপন্যাসে বসন্তের এক ভোরে দূষিত বাস্তবতার মধ্যে ঘুন ভেঙে রাশেদ দেখতে পায়, ছাপলা, মেঠোপথ নিয়ে মাথা পেতে দিয়েছে দুস্যর বুটের নীচে, জারি হয়েছে সামরিক শাসন। সবুজ আত্মার মতো প্রিয় দেশটিকে কেউ ভালোবাসে না, করতে চায় সবাই। রাশেদ দেখতে পায় সামরিক বাহিনীর কদাকার রূপ, মন্ত্রী আমলাদের কাম আর অর্থলালসা। নিজের মুদ্রাদোষে আলাদা হতে গিয়ে সে ঠিক করে, কোনও প্রতিযোগিতায় যাবে না, সে হবে ব্যর্থ মানুষ আর লিখবে একটি দুরূহ গ্রন্থ। ব্যর্থ মানুষদের কেউ ঈর্ষা করে না।

শহিদুল জহিরের 'রচনাসমগ্র' প্রকাশিত হযেছে 'পাঠক সমাবেশ' থেকে। 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৮৮) জহিরের প্রথম উপন্যাস। কাহিনীর শুরুতেই আছে আবদুল মজিদের স্যান্ডেল ছিড়ে যাওয়ার প্রতীকী উপস্তাপনা। একদিকে চলছে স্বৈরাচারী দমন পীড়ন, অন্যদিকে সরকারবিরোধী আন্দোলনও চরম রূপ ধারণ করেছে। ১৯৮৫ সালের পুরো বাংলাদেশেই যেন উঠে এসেছে এই কাহিনীতে। প্রতীকের পর প্রতীকের প্রয়োগে আর জাদু বাস্তবতার মিশেলে জমিদের ত্রস্ত ও ভেঙে যাওয়া মন নিয়ে পাঠক প্রবেশ করেন ১৯৭১ সালের সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে। উই আর কাক হয়ে ওঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতীক। দেশদ্রোহীদের গাড়ির পতাকায় জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। যেমন আবার বদু মওলানা গোটা বাংলাদেশে মাংস ছিটোতে শুরু করেছে আর সেই মাংসের লোভে নেমে এসেছে কাক। বাস্তুবতা যেন কুহকে গিয়ে মিশে যায় আর কাক উড়ে বেড়াতে থাকে প্রশাসনে শিক্ষাঙ্গণে মসজিদে মাদ্রাসায় কবিতার পাতায়।

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল)১৯৯৫) উপন্যাসে যদিও বিষয় হিসাবে এসেছে সুহাসিনী নামে একটি গ্রামের কাহিনী, কিন্তু আখ্যানরীতির মৌলিকতায়, জাদু বাস্তবতার প্রয়োগে, যৌনতার অমোঘ ব্যবহারে তা লাতিন আমেরিকার উপন্যাসগুলিকে মনে, করিয়ে দিতে পারে। অসামান্য সব মুহূর্তে তৈরি করেছেন লেখক মোল্লা নাসিরুদ্দিন বালিকা দুলালিকে নিয়ে খালের জল পেরোনোর সময় সেই বালিকা জীবনে প্রথম রজঃস্বলা হয়ে যায়। পদ্মা নদীর বুকে খোল ানৌকায় দু'জন খুনীর সঙ্গে একজন গণিকার লাগাতর রমণ চক্র চলতে থাকে আর এইভাবে গণিকা মেয়েটি মফিজুদ্দিনের জীবন বাঁচায় যায় নিজের জীবন দিয়ে। রাজনীতি যৌনতা আর ইতিহাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে জহিরের এই উপন্যাসে।

২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়, 'মুখের দিকে দেখি'। এই উপন্যাসে আমরা ভুতের গলিতে বানারের দুধ খেয়ে ভড় হওয়া মিঞার কথা শুনি। চান মিঞার মা খৈমন বেগন যখন দেখে তার ছেলে একটি মাদী বানরের দুধ খাচ্ছে তখন সে আপত্তি করে না, কারণ তার দুধ কেনার পয়সা নেই। জীবনটা যেন একটা তামাশা এই নিয়ে প্রচণ্ড কৌতুক করেছেন জহির এই উপন্যাসে। এক অবিশ্বাস্য বাস্তবের উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। তিনি দেখিয়েছেন, আমরা যা কিছু নিয়ে গর্ভ করি পশু সমাজকে সমান্তরালে এএন হাজির করলে তাঁর অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে ওঠে। তাই বানরাশ্রিত এই ফ্যান্টাসিতোন মিঞা বানরদের হাতে অপহৃত হলে বা বানরগৃহে যথেষ্ট সম কাটিয়ে এলেও খৈমনের তাতে সমস্যা নেই। বরং খৈমন অনেকটা নিশ্চিন্তভাবেই অবিভাবকহন পুত্রের ভার সঁপে দেন মহাল্লার বানরদের ওপর। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ বিসেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিপুলায়তন দু'টি উপন্যাস, দেশভাগের পটভূমিতে লেখা 'মধ্যহ্ন' এবং মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা, 'জোছনা ও জননীর গল্প' তাঁর শ্রেষ্ঠ দু'টি কাজ। কিন্তু যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তিনি নানা মজা ও কেৌতুক, খুশি ও আনন্দ ভরে দিয়েছেন, সেটি হল, 'বাদশাহ নামদার'। 'অন্যপ্রকাশ' তেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। নিজের নামেরসঙ্গে মিল আছে বলেই মোঘল বাদশা হুমায়ুনের জীবন ভিত্তিক এই উপন্যাসটি তিনি লেখেন। শের শাহকে পাঠানো একটি কবিতায় হুমায়ুন লিখেছেন নিজে নিজেকে অন্যরূপে দেখা / আশ্চর্যের ব্যাপার। সুখপাঠ্য গদ্যো, কৌতুকময় ভাষায়, ছোট ছোট পরিচ্ছদে এবং প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে লেখক হুমায়ুন বাতশা হুমায়ুনের গোটা জীহনকে উপজীব্য করে তুলেছেন এই উপন্যাসে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিক্ষার মান্নেয়নে পাশ ফেলের সার্থকতা

সফিকুজ্জামান

শিক্ষার মান্নোয়নের জন্য বহুবছর যাবৎ বিবিধ গবেষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছে। বিগত হয়েছে অনেক কমিশন, আবারও গঠিত হয়েছে নতুন নতুন কমিশন। নিয়ম করে পাঠক্রমেও পাঠ্যসূচি নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণ। এই চিন্তাভাবনার সূত্রেই একমসয়ে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা বিদায় নিয়েছিল, বিদায় নিয়েছিল প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল ব্যবস্থা। এখন আবারও স্বমহিমায় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা ফিরে এসেছে পাশ ফেল আবারও ফিরিয়ে আনার যৌক্তিকতা হয়ে উঠেছে একটি বহুচর্চিত বিষয়। বাম শাসনামলে পাশ ফেলের পরিবর্তে বিদ্যালয় স্তরে শুরু হয়েছিল মূল্যায়ন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত বা উন্নত করার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকবার কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। মূল্যায়ন ব্যবস্থার উদ্দেশগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (১) উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের (তখন ছিল ৬ বছর থেকে, বতমানে ৫ বছর) প্রত্যেককে বিদ্যালয়ের আভিনায় আনতে হবে। বিদ্যালয়ের আঙিনায় আনার জন্য তখন থেকে এখন অবধি প্রতিবছর চাইল্ড রেজিস্টার নবীকরণ করা হয় এবং ওই রেজিস্টারের তথ্য অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। (২) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুলগুলোর ক্ষেত্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের আঙিনায় আটকে রাখা। এটা হল ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয় ছুট না হওয়ার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা। (৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ণ ও সংখ্যা চিনতে ও লিখতে পারা, যুক্তাক্ষর জ্ঞান রিডিং পড়তে পারা, শ্রুতিলিখন, ছোটকাটো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে সক্ষম হয়ে ওঠা প্রভৃতি লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে। এইসব কিছু সক্ষমতার নাম। (৪) কাম্য সামর্থ্য। এছাড়া মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্যে আছে---পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সৃজনাত্মক উৎপাদনাত্মক খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়।

মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদেরফেল করবার কোনও ভয় নেই, অনেক বিদ্যালয়ে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে রোল নম্বরগুলোও অপরিবর্তিত রাখা হয়। সারা বছর ধরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মূল্যায়ণ করা হয়, যদিও মুখ্য মূল্যায়ন করা তিনটি পর্বে। ছাত্রছাত্রীরা সেই পুরাতন দিনের মতোই প্রশ্নের উত্তরগুলো খাতায় লিপিবদ্ধ করে, শিক্ষক খাতা দেখে নম্বর দেন ও গ্রেড নির্ণয় করেন। গ্রাম এলাকায় অভিভাবকেরা মূল্যায়নকে এখনও পরীক্ষা বলেই জানেন, কেবলমাত্রমনে নেই ছেলেমেয়েদের ফেল করার কথা। পাশ ফেল ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েরা ফেল করলে অনেক অভিভাবক ছুটে যেতেন শিক্ষক মহাশয়ের নিকট। কেউ নিজের ছেলেমেয়েকে ভালো করে লেখাপড়া করানোর প্রতিশ্রুতি দিতেন আবার কথায় কাজ না হলে কেউ বা হুমকি দিয়ে যেতেন। ফেল করে অনেক ছাত্রছাত্রী মাঝপথে বিদ্যালয় ছুট হয়ে যেত। একই শ্রেণি থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কোনও ছাত্র ছাত্রী ক্রমান্বয়ে তিনবার অকৃতকার্য হলে অনেক বিদ্যালয় থেকে তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া হত ওই ছাত্র, ছাত্রী নতুন উদ্যমে আর বিদ্যালয়ের আঙিনায় যেতে আগ্রহী হত না। অবশ্য মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় নতুন দিশা দেখিয়েছে।

পাশ ফেল ব্যবস্থা বিলোপের ফেলে তাহলে কি আমাদের রাজ্যে আর বিদ্যালয় ছুট ছেলেমেয়ে নেই? শিক্ষার মান কি উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে? বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায়, বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে কিন্তু বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রী নেই, এতথ্য একেবারেই অবাস্তব। অনেক ছেলেমেয়ের মা-বাবা চলে যায় ভিন্ন প্রদেশে কাজের সন্ধানে, ছেলেমেয়েরাও তাই বাধ্য হয় ভিন্ন পরিবেশের পৃথক ভাষা অঞ্চলে। বাংলা ভাষা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ে তারা আর সহজে অন্য ভাষায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে না। একটু বয়স বাড়লেই রোজগারের পথে হাঁটে। আমাদের দেশ তথা রাজ্যে অগণিত নিম্নবিত্ত মানুষের বসবাস। শিক্ষার অধিকার নিয়ে তাঁদের ভাবনা নেই, দারিদ্র্যতা তাঁদের নিত্যসঙ্গী। এরফলে ব্যাগ তৈরির কারখানা, ইটভাটা, কাপড়ের উপর নকশা করার ও রঁ করার কাজ, বিড়ি বাঁধার কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভিভাবকেবাই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের অর্থোপর্জানের জন্য পাঠিয়ে দেন। স্বাভাবিক নিয়মে এই শিশুশ্রমিকেরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও কাজের চাপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারে না। এদের মধ্যে অনেক হাজির হয় জুতো, ব্যাগ, পোশাক বন্টনের দিনগুলেতে। আবার কেবলমাত্র পার্বিক মূল্যায়নের দিনগুলিতে উপস্থিত হওয়া কিছু ছাত্রচাত্রীকেও দেখা যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের গণ অবস্থানে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। ছবি-নিজস্ব।

আলিপুরদুয়ারের পোরো নদী এখন কাঠ মাফিয়াদের করিডর

আলিপুরদুয়ার, ২২ নভেম্বর (হি.স): কাঠ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে বাড়ছে আলিপুরদুয়ারে। স্থানীয় পোরো নদী এখন কাঠ মাফিয়াদের নতুন করিডর। নদী পথকে ব্যবহার করে কাঠ মাফিয়ারা জঙ্গলের কাঠ কেটে পাচার করছে দেদার। একেবারে ভেলার মতো করে সারি সারি কাঠ বেঁধে নদী পথে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। পোরো ইকো পার্ক সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ওই কাঠ কেটে নদী পথে পাচার করছেন স্থানীয় কিছু মানুষ। তবে তাদের সাহায্য করতে বাইরে থেকেও কাঠ মাফিয়ারা ওই এলাকায় ঘাঁটি গাড়ছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

জঙ্গল থেকে কাঠ পাচারের খবর জানা সত্ত্বেও বন দফতর কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এই কাজে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের এক শ্রেণির বন কর্মীরাও জড়িত আছেন বলে অভিযোগ। কাঠ মাফিয়া ও বন দফতরের কর্মীদের ভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এই কাজের প্রতিবাদ করতে সাহস পান না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বন দফতরের উদাসীনতায় পোরো ইকোপার্ক এখন কাঠ মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় তপসিখাতা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান টুম্পা সাহা বলেন, পরো নদী পথে কাঠ পাচারের বিষয়টি তার সঠিক জানা নেই। তবে এমনটা হতে থাকলে বন দফতরের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে জানান তিনি। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বনদফতরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আছে পোরো নদী। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিন পাটকাপাড়া এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়ে পোরো নদী মিলিত হয়েছে কালজানি নদীতে। এই নদী একটা সময় সুস্বাদু মাছের জন্যই পরিচিত ছিল। কিন্তু এখন এই নদীই কাঠ মাফিয়াদের সহজ করিডরে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত এই নদী পথকে ব্যবহার করেই কাঠ মাফিয়ারা এখন রীতিমতো সিন্ডিকেট রাজ গড়ে তুলেছে।

বনদফতর সব জেনেও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে স্থানীয় বাসিন্দারাই জানিয়ে ছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গলের গাছ কেটে ফাঁকা করে দিচ্ছে কাঠ পাচারের সাথে জড়িতরা। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এখন দিনের বেলাতেও কাঠ পাচারকারীরা নদী পথে কাঠ ভাসিয়ে পাচার করছে। কিন্ত বনদফতর বা স্থানীয় প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, দক্ষিন পাটকাপাড়া, যে এলাকা দিয়ে পোরো নদী প্রবাহিত হয়েছে ওই এলাকার একদিকে আছে পাটকাপাড়া চা বাগান আর অপরদিকে আছে পোড়ো ইকো পার্ক। এই পার্ক এবং সংলগ্ন এলাকায় আছে বিশাল জঙ্গল। এই জঙ্গলটি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের দমনপুর পশ্চিম রেঞ্জের অন্তর্গত। জঙ্গলে আছে শাল, সেগুন, শিরিশ সহ বহু নামী দামী প্রচুর গাছ। এই এলাকাটিতে এক সময় ঘন জঙ্গল ছিল। প্রচুর বন্য প্রাণী ছিল ওই জঙ্গলে। অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে এই জঙ্গলের উপর নজর পড়েছে কাঠ মাফিয়াদের। বেশ কিছু দিন ধরেই জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছেন কাঠ পাচারকারীরা। শীতের সময় পোরো নদীতে জল কম থাকায় জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নদী পথে তা পাচার করছে পাচারকারীরা।

জালিয়ানওয়ালাবাগ কাণ্ডের জন্য ভারতের কাছে ক্ষমা চাইবে লেবার পার্টি

লন্ডন, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : একশো বছর আগে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার জন্য ভারতের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলল ব্রিটেনের লেবার পার্টি। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের একশো বছর পূর্ণ হওয়ার জন্য আফসোস করেছিলেন, তবে ক্ষমা চাননি। লেবার পার্টির নেতা জেরমি কোরবিন বৃহস্পতিবার ''ইটস টাইম ফর রিয়েল চেঞ্জ'' শিরোনামে একটি ১০৭ পৃষ্ঠার ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। এতে জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার জন্য এগিয়ে যাওয়ার এবং ক্ষমা চাওয়ার দাবি করা হয়েছে। ঘোষণাপত্র অনুসারে, ব্রিটেনের অতীতে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের তদন্তের জন্য লেবার পার্টি একটি বিচারকের নেতৃত্বাধীন কমিটি গঠন করবে। এছাড়াও ''অপারেশন ব্লুস্টার''-এ দেশের ভূমিকাও পর্যালোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ব্রিটিশ সরকারি নথিতে দাবি করা হয়েছিল যে স্বর্ণ মন্দিরে হস্তক্ষেপের আগে সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ সামরিক পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বহু বছর ধরে কিছু ব্রিটিশ সংস্থা এই সামরিক পরামর্শের তদন্তের দাবি করে আসছে।

দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২ ট্রাক চালক

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২ ট্রাক চালক। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগিড়ির অদূরে অবস্থিত ফুলবাড়ি মার্ডার মোড় সংলগ্ন এলাকার।আহত ট্রাক চালকদের নাম নিতাই বর্মন ও মজিবর রহমান। জানা গিয়েছে, একটি ট্রাক শিলিগুড়ি থেকে ফুলবাড়ী দিকে যাচ্ছিল এবং অপরটি ফুলবাড়ীতে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল হঠাৎ মার্ডার মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটে এই পথদুর্ঘটনা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ পথে যানজটের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে বরযাত্রীবাহী মাইক্রোবাসের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০

ঢাকা, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে বরযাত্রীবাহী মাইক্রোবাসের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০ জন হয়েছে ঊ শুক্রবার দেশটির মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার এই দুর্ঘটনায় প্রথম পাওয়া খবরে সাতজন আরোহীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও ইতিমধ্যেই তা বেড়ে ১০ হয়েছে বলে জানা গেছে ঊ নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের ৫ জন ও চালকসহ ১০ জনই মাইক্রোবাসের যাত্রী। এছাড়া এ ঘটনায় আহত আরও ১০ জনকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। শ্রীনগর থানার ওসি হেদায়েতুল ইসলাম ভুইয়া জানান, শুক্রবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার ষোলঘরে এলাকায় ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওসি বলেন, মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কনকশার থেকে বরযাত্রী বহরের সঙ্গে কেরানীগঞ্জের কামরাঙ্গীচর যাচ্ছিল মাইক্রোবাসটি সেই সময় ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে ষোলঘরে এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ঊ তাতে ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয় ঊ পরে আরও একজন প্রাণ হারান ঊ তবে শেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে ইতিমধ্যে ওই দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা বেড়ে ১০ হয়েছে ঊ এদের মধ্যে তিনটি শিশু, তিনজন মহিলা ও চারজন পুরুষ রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মাওয়াগামী স্বাধীন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বরযাত্রীবাহী মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের ৫ জন ও চালকসহ ১০ জনই মাইক্রোবাসের যাত্রী। হতাহতরা সবাই লৌহজংয়ের কনকসার থেকে কামরাঙ্গীর চরে বিয়ের বরযাত্রী হিসাবে যাচ্ছিলেন। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মাইক্রোবাসের ভেতরে আটকে পড়া নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সূত্রের জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে বর রুবেলের বাবা আ. রশিদ বেপারী (৭০), বোন লিজা (২৪) ভাগনি তাবাসসুম (৫) ও অপর ভাগনী রেনু (১২) একই পরিবারের সদস্য। অপর সদস্যের নাম জানা যায়নি। নিহতদের মধ্যে অন্যান্যরা হলেন মাইক্রোবাসচালক বিল্লাল (২৮), যাত্রী কেরামত বেপারী (৭১), মফিজুল মোল্লা (৬০), তাহসান (৫), অপর অজ্ঞাত ২ জন ঢাকায় নেয়ার পথে অ্যাম্বুল্যান্সে মারা যায়। এ ঘটনায় আহত ১০ জনকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাস ও মাইক্রোবাসটি উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিষয় নিয়ে লোকসভায় হইচই করছেন বিজেপি সাংসদরা, স্পিকারকে চিঠিতে তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিষয় নিয়ে লোকসভায় হইচই করছেন বিজেপি সাংসদরা ঊ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদদের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখে এমটাই জানালেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সংসদের বাইরে একথা জানিয়েছেন সুদীপ নিজেই ঊ

সল্টলেকে চলতে থাকা পার্শ্বশিক্ষকদের অনশন ইস্যু নিয়ে শুক্রবারও উত্তপ্ত হল সংসদ। রেবতী রাউতের মৃত্যু এবং অনশনরতদের বেশ কয়েক জনের অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা লোকসভায় তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। যা নিয়ে তীব্র বিরোধিতা শুরু হল তৃণমূলের তরফ থেকে। পরে লোকসভা থেকে বেরিয়েও বাবুল-লকেটদের তীব্র আক্রমণ করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ এ দিন স্পিকারকে চিঠি লিখেছেন। এদিন তিনি জানান, বাংলা থেকে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত কয়েক জন সাংসদ রোজ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিষয় নিয়ে লোকসভায় হইচই করছেন, লোকসভায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন এবং এটা কিছুতেই তৃণমূল মেনে নেবে না ঊ যা তিনি লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখেও জানিয়েছেন বলে শুক্রবার সংসদের বাইরে একথা জানিয়েছেন সুদীপ নিজেই ঊ তাঁর দাবি, অনশনে কারও মৃত্যু হয়নি, বিজেপি সাংসদরা সংসদে মিথ্যা বলছেন এই অভিযোগও এ দিন তুলেছেন সুদীপ।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবশ্য পাল্টা আক্রমণ করেছেন বাবুল সুপ্রিয়। তিনি বলেছেন, ''পশ্চিমবঙ্গে এখন যে অবস্থা চলছে, তাতে শুধু প্রতিদিন সে সব বিষয় নিয়ে সংসদে বলা যথেষ্ট নয়, সম্ভব হলে দিনে দু'বার করে বলা দরকার।'' পার্শ্বশিক্ষকদের অনশনের বিষয়টি লোকসভায় উত্থাপন করায় তৃণমূল যে ভাবে বাধা দিয়েছে, তারও নিন্দা করেছেন বাবুল। তিনি বলেন, ''সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তাই বেশি কিছু বলছি না। শুধু বলছি, পার্শ্বশিক্ষকদের অনশন নিয়ে তৃণমূল কতটা অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে, লোকসভায় আমাদের বাধা দিয়ে তৃণমূল সাংসদরা নিজেরাই তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।'' এবিষয়ে সরব হন লকেটও।

পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ফোনে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা উঠল ফের কাশ্মীরের প্রসঙ্গ

ইসলামাবাদ, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ফোনে কথা বলেছেন। দুই নেতা পারস্পরিক বার্তালাপের পাশাপাশি আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, আবারও কাশ্মীর প্রসঙ্গও উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার এখবরে পাওয়া গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী ইমরান খান আলোচনার সময় দুই পশ্চিমী দেশে বন্দিদের মুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং এটি তালিবান আফগানিস্তানের পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পও এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী আবারও আফগানিস্তানের শান্তিতে তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনরুদ্ধার করেছেন। দু''জন নেতা ভাগাভাগি উদ্দেশ্যে একসঙ্গে কাজ করার উপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য, মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন হলেন আমেরিকার কেভিন কিং এবং অস্ট্রেলিয়ার টিমোথি উইকস। তালিবান জঙ্গিরা তাদের বন্দি করে। এই দুজনকে মুক্তি দিতে আফগান সরকারকে একজন তালিবান এবং দু''জন হাক্কানি নেটওয়ার্ক সন্ত্রাসী ছেড়ে যেতে হয়েছিল। এরই মধ্যে ট্রাম্প কাশ্মীর নিয়ে তাঁর সালিশের প্রস্তাবের প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইমরান তাকে কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত করেন।

সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কের ২০ মিটারের মধ্যে কোনও বিক্ষোভ নয়, আদালতের নির্দেশ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরে সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কের কাছে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন পার্শ্বশিক্ষকরা। কিন্তু শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, পার্কের ২০ মিটারের মধ্যে কোনও বিক্ষোভ করা যাবে না। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে ২০ মিটারের মধ্যে থেকে সরে যেতে হবে আন্দোলনকারী পার্শ্বশিক্ষকদের। সুত্রের খবর, এ ব্যাপারে প্রয়োজনে পার্শ্বশিক্ষকরা ফের আদালতে যাবেন।

সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে পার্শ্ব শিক্ষক ঐক্য মঞ্চের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলমকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বলেন, ''এটা আমরাও শুনেছিঊ তবে, আদালতের কে, কী নির্দেশ দিয়েছেন, এখনও জানি নাঊ আইনি বিশদ খতিয়ে যা ব্যবস্থা নেওয়ার বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য নেবেনঊ আমরা ফের আদালতে যাব বা বিশেষ প্রয়োজনে আইনি নির্দেশ মেনে একটু সরে যাবঊ কিন্তু আন্দোলন চলরে।''

গত ১০ই, রবিবার আদালতের বিশেষ বেঞ্চ বসিয়ে অনুমতি দিয়েছে, বিকাশ ভবন থেকে ১০০ মিটার দূরে ধরনা ও অবস্থানে বসেতে পারবে পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে পার্শশিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের অনুরোধ জানানো হয়। আদালত জানায়, পরদিন থেকে ধরনা শুরু করতে পারেন পার্শশিক্ষকরা। সেই মত ১১ই থেকে বিকাশ ভবনের কাছে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাছাড়া বাকিদের সেন্ট্রাল পার্কের কাছে বিধান চন্দ্র রায়ের মূর্তির কাছে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করতে বলা হয়।

রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে কর্মরত পার্শশিক্ষকদের একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন। চলতি মাসের প্রথম দিকে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন পার্শশিক্ষকরা। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। তারপরই তারা শান্তিপূর্নভাবে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। বিধাননগর পুলিশ আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে প্রথমে অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি দিচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আন্দোলনকারীরা। প্রথমে সিঙ্গল বেঞ্চে ধাক্কা খেলেও পরে ডিভিশন বেঞ্চে তাদের আবেদন মঞ্জুর হয়। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিদাওয়াগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য এজিকে নির্দেশ দেয় আদালত।

সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়কে মারধরের অভিযোগ উঠলো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

সিউড়ি, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : রোগীর আত্মীয়কে মারধরের অভিযোগ উঠলো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার বিকেলে তিব্র উত্তেজনার হয় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। যদিও শুক্রবার সকালে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে হাসপাতালের সুপার এবং সিউড়ি থানায় অভিযোগ জানান হয়। ঘটনায় তদন্তের আশ্বাস হাসপাতাল কতৃপক্ষের।

ঘটনা হল, মহম্মদবাজার থানা এলাকার কাপিষ্ঠা অঞ্চলের বাসিন্দা সঞ্জয় মিস্ত্রী। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর বাবা সুদর্শন মিস্ত্রীকে কিডনির সমস্যার কারনে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর দাবি, এদিন সকালে হাসপাতালে ভর্তির সময় কেবল জরুরি বিভাগে বাবার একবার চিকিৎসা হয়, এরপর সারাদিন আর কোন ওষুধ দেওয়া হয় নি। তবে পরীক্ষার জন্য কেবল একবার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ওইদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চিকিৎসক অমল রায় ওয়ার্ডে আসেন এবং সুদর্শন বাবুর কাছে যান। সেই সময় অসুস্থের ছেলে চিকিৎসককে জানায় যে, তাঁর বাবাকে সকাল থেকে কোন ওষুধ দেওয়া হয় নি, ফলে রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করছে, একটু যদি ভালভাবে চিকিৎসা করা হয়। অভিযোগ, সঞ্জয় বাবুর সেই কথা শুনেই মেজাজ হারান ওই চিকিৎসক। তাঁকে গালিগালাজ করতে শুরু করেন এবং তাঁকে চড়ও মারা হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে সঞ্জয় মিস্ত্রী বলেন,' উনি প্রথমে আমাকে গালিগালাজ করতে শুরু করেন, তারপরেই আমার গোলায় ধরেন এবং চড়ের পর চড় মারতে থাকেন। আমি ওঁর কাছে হাত জোর করে বলি যে, আমার কোন অন্যায় হলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু তারপরেও আমাকে মেরেই যান।' তাঁর সংযোজন, ' ঘটনার সময় হাসপাতালে কেবল আমি আর আমার অসুস্থ বাবা তাই আমি কোন অভিযোগ জানাতে পারি নি। শুক্রবার সকালে গ্রাম থেকে আমার পরিচিতরা এসেছে। এরপরেই আমি সুপার এবং থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। আমার একটাই দাবি যে, আমি যেন এই ঘটনায় সুবিচার পায়।' এই নিয়ে অভিযুক্ত চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। তবে হাসপাতালের সুপার শোভন দে বলেন,' হ্যাঁ, এরকম একটা অভিযোগ পেয়েছি। তবে কেবল হাসপাতালে নয়, পুলিশের কাছেও অভিযোগ হয়েছে। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।

লরির তলায় চাপা পরে প্রাণ গেল এক যুবকের, পথ অবরোধ, ভাঙ্গচুর

মুরারই, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : পথ দুর্ঘটনায় লরির তলায় চাপা পরে প্রাণ গেল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটে রাজগ্রাম রেলগেটের কাছে একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে রাজগ্রাম থেকে অজাগরপাড়া যাওয়ার রাস্তায় দুপুর ১ টা নাগাদ। মৃত যুবকের নাম টুটুল শেখ (২৬), বাড়ি মুরারই থানার রাজগ্রামের কাসিম নগরে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বাজার থেকে সাইকেল চলিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ওই যুবক। সেসময় একটি ছয় চাকা খালি লরি পাথর বোঝায় করার জন্য অজাগর পাড়ার দিক থেকে রাজগ্রাম আসছিলো। দ্রুত গতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে সাইকেল আরোহীকে। ধাক্কা লাগা মাত্র ওই যুবক গাড়ির চাকার নিচে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় সে।

ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা গাড়িটিকে আটক করে। ভাঙচুর চালানো হয় লরিটিতে। পরে ঘটনাস্থলে আসে মুরারই থানার পুলিশ। স্থানীয়রা প্রথমে দেহ তুলতে বাঁধা দেয়। পরে পুলিশী আশ্বাসে দেহ তোলা হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে। লরিটিকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায় মুরারই থানায়। ঘটনার পর পরই ড্রাইভার ও খালাসি পলাতক। দুর্ঘটনার জেরে প্রায় দুঘন্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে রাজগ্রাম থেকে অজাগরপাড়া যাওয়ার রাস্তায়।

পার্শশিক্ষকদের এমন কঠিন পরিস্থিতির শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের উদাসীনতার জন্য, সংসদে সরব সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : সল্টলেকের বিকাশ ভবনের সামনে পার্শশিক্ষকদের দাবি ও অনশন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার লোকসভায় সরব হলেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এদিন সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন হুগলির বিজেপি সাংসদ। পার্শশিক্ষকদের এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের উদাসীনতার জন্য। এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের তীব্র সমালোচনা করেন। এমন অভিযোগও তোলেন যে প্রশাসনের উদাসীনতাই মেদিনীপুরের পার্শশিক্ষিকা রেবতী রাউতকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। স্পিকারের কাছে লিখিত আবেদনও জানানো হয়।লকেটের সঙ্গে একই ইস্যুতে সরব হন বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এখন রাজ্যের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়কে রাজনৈতিক ইস্যু করে তা সংসদ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুই সাংসদের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস আনার কথা ভাবছে তৃণমূল। দলের সাংসদদের অভিযোগ, সংসদের অধিবেশনকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি। পার্শশিক্ষক ইস্যুতে সংসদ বক্তব্য রাখা একজন সাংসদের পক্ষে খুব যথাযথ আচরণ বলে মনে করছেন না তাঁরা। একটি ঘটনাকে রাজনীতির রং দিয়ে তার ফায়দা তোলার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সৌগত রায়রা। এনিয়ে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন সংসদীয় দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে লকেট, অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল কী পদক্ষেপ নেবে, তা সংসদীয় কমিটি বৈঠকের মাধ্যমে ঠিক করবে। একাধিক দাবি আদায়ে সপ্তাহখানেক ধরে বিকাশ ভবনের সামনে চলছে পার্শশিক্ষকদের ধরনা অনশন আন্দোলন। তাতে যোগ দিয়ে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছেন মেদিনীপুরের এক পার্শশিক্ষিকা। ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন আরও এক পার্শশিক্ষক। অসুস্থ আরও অনেকে। সময় যত গড়াচ্ছে, পার্শশিক্ষকদের এই অনশন আন্দোলন নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ততই বাড়ছে। এবার সেই ঢেউ আছড়ে পড়ল লোকসভাতেও। সল্টলেকের বিকাশ ভবনের সামনে পার্শশিক্ষকদের অনশনে গিয়ে একাধিকবার তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপির প্রতিনিধিরা। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও একাধিকবার অনশনমঞ্চে গিয়ে দেখা করেছেন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে।

ছত্তিশগড়ে রাস্তার ধারে জলাশয়ে পড়ে গেল গাড়ি, শিশু ও মহিলা-সহ মৃত্যু ৮ জনের

রায়পুর, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বেমেত্রা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে জলাশয়ে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় অকালেই মৃত্যু হয়েছে একটি শিশু ও চারজন মহিলা-সহ ৮ জনের। বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বেমেত্রা থানার অন্তর্গত মোহভাট্টা গ্রামের কাছে। বেমাত্রা জেলার পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত ঠাকুর জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে বেমেত্রা থানার অন্তর্গত মোহভাট্টা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে জলাশয়ে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একটি শিশু ও চারজন মহিলা-সহ ৮ জন। মৃত শিশুর বয়স মাত্র এক বছর।

পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত ঠাকুর আরও জানিয়েছেন, বেমাত্রা জেলার নাদল গ্রামের বাসিন্দা কিছু মানুষ বেমাত্রা থেকে গাড়িতে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি যখন মোহভট্টা গ্রামের কাছে পৌঁছয় তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক, রাস্তার ধারে জলাশয়ে পড়ে যায় গাড়িটি। গাড়িটি জলাশয়ে পড়ে যাওয়ায় গাড়ির ভিতরে থাকা ৮ জন যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ ! মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ছোট্ট প্রিন্স

মুম্বই, ২২ নভেম্বর (হি.স.): চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল! টানা ১৫ দিন ধরে প্রাণে বাঁচার লড়াই শেষ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল দু''মাস-বয়সী ছোট্ট প্রিন্স পান্নেলাল রাজভার। গত ৭ নভেম্বর মুম্বইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল (কেইএম) হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক আইসিইউ-তে শর্টসার্কিটের ঘটনায় দ্বগ্ধ হয়েছিল প্রিন্স। শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি একটি পা-ও হারায় সে। টানা ১৫ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয়েছে প্রিন্স পান্নেলাল রাজভার। ছোট্ট প্রিন্সের অকাল-মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবারের সদস্যরা, শোকের ছায়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যেও। গত ৭ নভেম্বর শর্টসার্কিটের জেরে আগুন ধরে গিয়েছিল কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল (কেইএম) হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক আইসিইউ-তে। পেডিয়াট্রিক আইসিইউ-তেই চিকিৎসাধীন ছিল কার্ডিয়াক রোগী প্রিন্স। ওই ঘটনায় পুড়ে গিয়েছিল প্রিন্সের শরীরের একাংশ, একটি পাও হারিয়ে ফেলে সে। এবার মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়ল ছোট্ট প্রিন্স।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কফিপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ আনছে 'কফি রাস্ট'

সকালে ঘুম থেকে উঠে বা বিকেলের ক্লান্তিটা দূর করতে কফির বিকল্প ভাবতে পারেন না অনেকেই। শুধু ঘুম তাড়াতেই নয়, কফির আরও নানাবিধ উপকারিতার কথা বলে থাকেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু বিশ্বের কফি শিল্প মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে 'কফি রাস্ট' নামের এক প্রকার রোগের কারণে।

কফি রাস্ট শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কফি চাষীদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এক প্রকার ফাঙ্গাস সংক্রমিত রোগ। হেমিলিয়া ভাস্টাট্রিক্স নামক ফাঙ্গাস এর জন্য দায়ী।

এ ফাঙ্গাস সংক্রমণে কফি গাছের পাতায় বাদামি রঙের ছোপ দেখা দেয়। এই ছোপগুলো দেখতে অনেকটা লোহার মরিচার মতো হওয়ায় রোগটির নাম দেওয়া হয় কফি রাস্ট। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা সবুজ থেকে বাদামি রং ধারণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে গাচটি বীজ উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইনসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো কফি রপ্তানিতে শীর্ষে অবস্থান করছিল। কিন্তু কফি রাস্টের কারণে দেশগুলো কফি উৎপাদন থেকে সরে এসেছে।শ্রীলঙ্কার কফি শিল্প ধ্বংসের জন্য এ রোগকেই দায়ী করেন ইতিহাসবিদরা।

বিশ্বে কফি উৎপাদন ও রপ্তানিতে কলম্বিয়ার অবস্থান তৃতীয়। ২০১৭ সালে কফি রপ্তানি করে দেশটি দুই দশমিক চার বিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কলাম্বিয়ার মোট রপ্তানি আয়ের সাত দশমিক সাত শতাংশই আসে কফি খাত থেকে। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে দেশটির কফি শিল্প মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে কফি রাস্টের কারণে।

তাই অনেক বছর ধরেই কলাম্বিয়ার গবেষকরা চেষ্টাচালিয়ে যাচ্ছেন কফি রাস্টের হাত থেকে সেদেশের কফি শিল্পকে বাঁচানোর উপায় খুঁজে বের করতে। সম্প্রতি একটি সমাধানও খুঁজে পেয়েছেন তারা।

গবেষণায় দেখা গেছে, সব ধরনের কফি গাছ এ রোগে আক্রান্ত হয় না। গবেষণার স্বার্থে কফি গাছকে দু'টি প্রজাতিকে ভাগ করা হয়েছে। এদের একটির প্রচলিত নাম বিউটি। এ প্রজাতির কফি হয় স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত। উৎপাদনও তুলনামূলক ব্যয়বহুল। তবে এতে কফি রাস্টের ঝুঁকি বিদ্যমান।

অপর প্রজাতিটির প্রচলিত নাম 'বিস্ট'। বিশ্বে এ প্রজাতির কফি তেমন জনপ্রিয় নয়। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ প্রজাতির গাছগুলো কফি রাস্টে আক্রান্ত হয় না।

তাই গবেষকরা এ দুই প্রজাতির কফি গাছের ডিএনএ নিয়ে নতুন হাইব্রিড তৈরির চেষ্টা চালান। গবেষকদের লক্ষ্য ছিল, নতুন হাইব্রিড প্রজতিটি যেন স্বাদে, গন্ধে ও মানে উন্নত হয় এবং একই সঙ্গে রাস্ট প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। বহু চেস্টার পর গবেষকরা একধরনের হাইব্রিড তৈরি করতে পেরেছেন যারনাম ক্যাস্টিলো। এই ক্যাস্টিলো জাতের গাছে কফি রাস্ট সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এর গুণগত মানও বেশ ভালো।

২০০৮ সালে কফি রাস্টের আক্রমণে কলাম্বিয়ার ২৫ শতাংশ কফি ক্ষেত নষ্ট হয়। এরপর থেকে কলাম্বিয়া সরকার কফি চাষিদের ক্যাস্টিলো চাষের উপর জোর দেয়। বর্তমানে সেদেশের ৭৬ শতাংশ খামারে ক্যাস্টিলো চাষ হচ্ছে।

কলাম্বিয়ার গবেষকরা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও কফি রাস্ট মোকাবেলায় ক্যাস্টিলো জাতের কফি

চাষের গুরুত্ব তুলে ধরছেন। তাছাড়া কফি আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের এর আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানানো হচ্ছে।

কিন্তু কফিপ্রেমীরা যেন বরাবরই একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির। কফি স্বাদ ও গন্ধে একদম নির্ভেজাল না হলে যেন চলে না। তাই বাজারে ক্যাস্টিলোর সফলতা অর্জনের জন্য কফিপ্রেমীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আর কফির উৎপাদন ব্যাহত মানেই সরবরাহ কমে যাওয়া, যা কফিপ্রেমীদের কোনোভাবেই কাম্য নয়।

নভেম্বরেই টাক নিয়ে তিন-তিনটে ছবি ব্যাপারটা ''টেকো''র জন্য কতটা ভাল বা খারাপ?

যে দু''টো হিন্দি ছবি রয়েছে ''বালা'' এবং ''উজরা চমন'', সেই দুই ছবির মধ্যে প্রথম দিন থেকেই রেষারেষি। রেষারেষি এই কারণেই বলছি, অনেকেই জানেন ''উজরা চমন'' দাবি করেছিল, ''বালা''-র কনসেপ্ট তাদের থেকে নেওয়া। অন্যদিকে ''উজরা চমন'' নিজেও কন্নড় একটি সিনেমার রিমেক। ''বালা'' একটি গান নিয়েও কোর্টে মামলা হয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, পুরোটাই একটা ''কপি''র ব্যাপার। না, তার মানে এটা বলছি না যে ''টেকো''র থেকে কেউ কপি করেছেন বা ''টেকো'' ওই দুই ছবি থেকে কিছু কপি করেছে... যা-ই হোক, আমার মনে হয় বাংলার মানুষ বাঙালি টাককেই প্রাধান্য দেবে বেশি।কতটা আশাবাদী?খুবই আশাবাদী। এবার পুজোতেই চারটে বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছিল। এবং একই সঙ্গে বাজারে এসেছিল বিগ বাজেট বলিউড ছবি ''ওয়ার''। ''ওয়ার''-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা ছবিগুলোও কিন্তু বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করেছিল। তাই আমার মনে হয় না ওই দুই ছবির সাফল্যতে ''টেকো''র ভয়ের কোনও কারণ রয়েছে বলে।ঋত্বিক চক্রবর্তীকে মুখ্য চরিত্রে নেওয়ার পিছনে বিশেষ কোনও কারণ রয়েছে কি?(হাসি) ঋত্বিকদা যখন

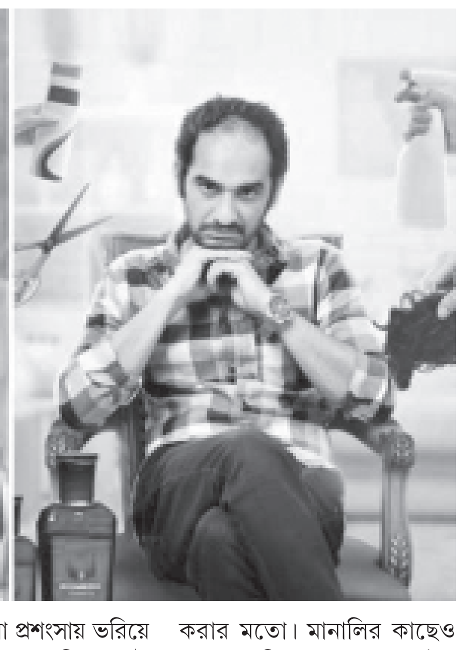

প্রথম স্ক্রিপ্টটা পড়েছিল ওর প্রথম কথাটাই ছিল,''''আমি জানি তুই আমায় কেন ডেকেছিস''''। আমি জিজ্ঞাসা করতেই বলেছিল, ''''আমার চুল কম বলে।'''' সত্যি বলতে কি ঋত্বিকদা এই সময়ের অন্যতম সেরা অভিনেতা। আমাদের জেনারেশনে অনেক হিরো রয়েছেন। ঋত্বিকদা হিরো নয়। ও নিজেই একটা চরিত্র। সে জন্যই ওকে নেওয়া।''টেকো''-র ট্রেলার মুক্তি পাওয়ার পর ট্রেন্ডিং ১-এ ছিল। ইন্ডাস্ট্রির নামজাদা পরিচালকেরাও টিম টেকো-র হয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছিলেন। কেমন ছিল সেই অনুভূতি?অসাধারণ অনুভূতি। এমন অনেক পরিচালকও টুইট করেছিলেন যাঁরা হয়তো সচরাচর সব ছবিকে ভাল বলেন না। এটাই প্রাপ্তি।এবার একটু ব্যক্তিগত প্রশ্নে আসা যাক। মানালি দে আর অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়ের লাভস্টোরি তো প্রায় সকলেরই জানা। ওকে কাস্ট করে আগামী দিনে কোনও ছবি করার প্ল্যান রয়েছে কি?(হাসি) আমার কাছে অনেক নায়িকা রয়েছেন কাস্ট করার মতো। মানালির কাছেও অনেক পরিচালক রয়েছেন যাঁরা ওকে কাস্ট করছেন বিভিন্ন চরিত্রে। তাই বাড়ির জিনিসটা বাইরে না আনাটাই মঙ্গল। তবে যদি কোনও দিন এ রকম হয় যে মানালি ছাড়া চরিত্রটা হবে না তবে নিশ্চয় মানালিকেই কাস্ট করব।দর্শক কেন দেখবে ''টেকো''?টাক জিনিসটা সবার কাছেই খুব স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এই যে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে বিভিন্ন সময়ে অনেকেই প্রতারিত হন সে নিয়েই বার্তা দেয় এই ছবি।

কী ভাবে ঝরাবেন মুখে অতিরিক্ত মেদ?

ডিএনএ বাংলা ডেস্ক; মুখে অতিরিক্ত মেদ জমলে মুখ অস্বাভাবিক ভারী বা ফোলা দেখায়। থুতনির নিচে অতিরিক্ত মেদ জমে তা গলা পর্যন্ত ঝুলে পড়ে। ফলে মুখের আদলটাই বদলে যায়। দেখতেও ভাল লাগে না।মুখের সৌন্দর্য ধরে রাখতে তাই গালে, থুতনির নিচে জমা অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু পেটের মেদ বা ভুঁড়ি কমানোর মতো মুখের মেদ ঝরানো মোটেই সহজ নয়! তাহলে কী ভাবে ঝরাবেন মুখে অতিরিক্ত মেদ? আসুন জেনে নেওয়া যাক...১) মুখ যতটা সম্ভব হাঁ করে খোলার চেষ্টা করুন যতক্ষণ না গালে, ঠেঁটে এবং থুতনিতে টান বা চাপ অনুভব করছেন। এই ভাবে অন্তত মিনিট তিনেক রেখে তার পর ১৫-২০ সেকেন্ড একটু বিশ্রাম নিন। দিনে মাত্র ৫-৬ মিনিট (৩ মিনিট করে দু''বার) এই পদ্ধতিতে ব্যায়াম করার ফলে মুখের রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যাবে যা মুখের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। ২) চোখ বন্ধ করে চোখের উপর আঙুল রেখে চোখের পাতা নিচের দিকে নামানোর সঙ্গে ভ্রু ওপরে তোলার চেষ্টা করুন। এতে কপাল টান টান হবে। প্রতিদিন অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্য এই পদ্ধতিতে ব্যায়াম করুন। এতে চোখের কোলে জমে থাকা মেদ ঝরে যাবে। তাছাড়া চোখ বন্ধ অবস্থায় চোখের মণি উপর থেকে নিচে নামান।

অনেকটা ঠিক চোখ বন্ধ অবস্থায় কিছু দেখার চেষ্টা করার মতো! অন্তত ১৫ মিনিট এই ব্যায়াম করতে হবে। প্রতিদিন অন্তত একবার এই ব্যায়ামটি করে দেখুন। উপকার পাবেন।৩) মাথাটা ধীরে ধীরে যতটা সম্ভব পেছনের দিকে হেলাতে থাকুন, যতক্ষণ না ঘাড়ে আর থুতনির নিচে চাপ অনুভব করছেন। এ বার চোয়াল ডান দিক থেকে বাঁ দিক এবং বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ধীরে ধীরে ঘোরানোর চেষ্টা করুন। দিনে মিনিট পাঁচেক করে অন্তত ৫ বার এই ব্যায়াম করতে পারলে ঘাড় আর গলার পেশি টান টান হয়ে যাবে। একই সঙ্গে দ্রুত ঝরে যাবে ঘাড় আর গলার অতিরিক্ত মেদও।৪) মাথা পেছন দিকে যতটা সম্ভব হেলিয়ে দু'' হাত দিয়ে গালের ওপর সমান ভাবে চাপ সৃষ্টি করুন। একই সঙ্গে যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ অবস্থাতেই হাসার চেষ্টা করুন। অন্তত ১০ মিনিট নিয়মিত এই ব্যায়াম করতে পারলে গাল থেকে অতিরিক্ত মেদ সহজেই কমে যাবে। ব্যায়াম ৫: মুখের মধ্যে একটি বা দু''টি আঙুল ঢুকিয়ে যতটা সম্ভব জোরে চুষুন বা ওই ভঙ্গিতে মুখের ভেতরে হাওয়া টেনে গাল দু''টোকে যতটা সম্ভব সংকুচিত করুন। এটা অনেকটা সেলফি তোলার সময় ''পাউট'' করার মতো। প্রতিদিন অন্তত ১০ বার যদি এই পদ্ধতিতে ব্যায়াম করলে গালের ফোলাভাব দ্রুত কমে।

বাবা-মায়ের সঙ্গেই জন্মদিন উদযাপন কার্তিকের

বলিউডের আপকামারদের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রথম সারির ঘোড়দৌড়ে নিজের আসন জাকিয়ে বসেছেন কার্তিক আরিয়ান। বলিউডের হার্টথ্রবও বলা হয় তাকে। আজ ২৯ -শে পা দিলেন ''পেয়ার কা পাঞ্চনামা''খ্যাত অভিনেতা কার্তিক। ইতিমধ্যেই একাধিক সম্পর্কে নিজের নাম জড়িয়ে লাইমলাইটে রয়েছেন এই অভিনেতা।সইফ কন্যা সারা আলি খানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল কার্তিকের। কিন্তু সম্প্রতি বলি মহলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে তাদের বিচ্ছেদের খবর। আপাতত অনন্যা পান্ডের সঙ্গেই তার নাম শোনা যাচ্ছে। বলিউড হার্টথ্রব এই মুহূর্তে ব্যস্ত রয়েছেন বেশ কয়েকটি ছবি নিয়ে।আজ তার জন্মদিন। এই মুহূর্তে এত ব্যস্ততার মধ্যেও জন্মদিনের কী প্ল্যান রয়েছে অভিনেতার তা জানার আগ্রহ রয়েছে ফ্যানেদের। আজকের এই বিশেষ দিনটি কেমন ভাবে কাটাবেন অভিনেতা, এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। জন্মদিন উপলক্ষে বাবা মায়ের দেওয়া সারপ্রাইজ পার্টির ছবি নিজের সোশ্যালে শেয়ার করেছেন অভিনেতা। পরিবারের সঙ্গে জন্মদিনের বিশেষ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেতা। কার্তিকের ছোটবেলার ছবি, মোমবাতি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল গোটা বাড়ি। সূত্র থেকে জানা গেছে, এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি ছবি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেতা। একদিকে জন্মদিন সেলিব্রেশন আর অপর দিকে ছবির শ্যুটিং এই নিয়েই আপাতত ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেতা।একদিকে চলছে ''দোস্তানা ২'' ছবির শ্যুটিং। আর সেই সঙ্গেই চলছে ''পতি পত্নি অউর উও''র প্রচার। আপাতত মুম্বাইতে আছেন তিনি। সুতরাং জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে তিনি যে ছবির প্রচারে বেরাবেন তা কিন্তু বেশ বোঝাই যাচ্ছে। সহ অভিনেতা ভূমি পেড়নেকর এবং অনন্যা পান্ডের সঙ্গে তিনি ছবির প্রচারে বেরোবেন। রাতে যে স্পেশ্যাল বন্ধুদের নিয়ে একটি জমকালো পার্টির আয়োজন হবে তা কিন্তু বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছে। আগামী ৬ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসতে চলেছে এই ছবি।

অভাবের তাড়নায় বাড়ি-গাড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল এই বলি তারকার

এএনএম নিউজ ডেস্ক :নিজের সময়ের মহাতারকা তিনি। অথচ বিদায় বেলায় চরম অভাবে আর অবহেলায় কেটেছে। এতটাই ট্র্যাজিক ছিল অভিনেতা ভারত ভূষণের পরিণতি। অথচ সুদর্শন, নারীমহলে চরম জনপ্রিয় এই নায়ক তার কাজের যথাযথ স্বীকৃতিও পাননি।বলিউড শাসন করা রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, দিলীপ কুমার। কড়া প্রতিযোগিতাতেও তাদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন ভারত ভূষণ। ভারতের উত্তরপ্রদেশের মেরঠ শহরে তার জন্ম ১৯২০ সালের ১৪ জুন। মাত্র দু''বছর বয়সে মাকে হারান তিনি। এর পর ভাইয়ের সঙ্গে ভারত ভূষণ পালিত হন মামার বাড়িতে, আলিগড়ে।স্নাতক সম্পন্ন করার পর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেন ভারত ভূষণ। প্রথমে কলকাতায় যান। কিন্তু সেভাবে সুযোগ পাননি। ফিরে যান সাবেক বোম্বে, আজকের মুম্বাইয়ে।১৯৪১ সালে মুক্তি পায় তার প্রথম ছবি ''চিত্রলেখা''। এরপর একে একে ''ভক্ত কবীর'', ''সুহাগ রাত'', ''আঁখে'', ''জন্মাষ্টমী''-র মতো সিনেমার সাহায্যে নিজের জায়গা মজবুত করেন ভারত ভূষণ।''বৈজু বাওরা'' মুক্তি পায় ১৯৫২ সালে। এরপর থেকে ভারত ভূষণ নিজেই একটা ব্র্যান্ড, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ম্যাটিনি আইডল হয়ে ওঠেন। মেরঠের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের মেয়ে সরলাকে বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। তাদের দুই মেয়ে। অনুরাধা আর অপরাজিতা। বড় মেয়ে অনুরাধা ছিলেন পোলিও আক্রান্ত।১৯৬০ সালে মুক্তি পায় ভারত ভূষণের ছবি ''বারসাত কি রাত''।

তার কয়েক দিন পরই জীবনে চরম আঘাত। মারা যান তার স্ত্রী সরলা। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়ার পর কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তার থেকে আর সুস্থ হতে পারেননি তিনি।স্ত্রীকে হারানোর সাত বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। ''বারসাত কি রাত''-এর নায়িকা রত্না এবার তার জীবনসঙ্গিনী। বক্স অফিসে চরম সাফল্য পেয়েছিল ''বারসাত কি রাত''। কিন্তু এর পর থেকেই উল্কাবেগে পড়তে থাকে ভারত ভূষণের ক্যারিয়ার। একের পর এক ছবি ফ্লপ হতে থাকে। ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই নায়কদের বাবার ভূমিকায় দেখা যায় তাকে।এরপর আরেক প্রান্তিক অবস্থান। শেষে এমন অবস্থা আসে, অতীতের নায়ক ভারত ভূষণ প্রায় ''এক্সট্রা''-র ভূমিকায় চলে গেলেন। ৯০ এর দশকে ''প্যার কা দেবতা'' ও ''হামশকল'' ছবিতে তিনি প্রায় জুনিয়র শিল্পীর অবস্থায়।অমিতাভ বচ্চন এক বার তার ব্লগে লিখেছিলেন, ভারত ভূষণকে তিনি রাস্তায় বাসের জন্য লাইনে অপেক্ষায় দেখেছিলেন। আমজনতার ভিড়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন।

অপেক্ষায় থাকা বাকিরা কেউ জানেনেই না তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন একসময়ের সুপারহিট রোম্যান্টিক নায়ক।খ্যাতির মধ্য গগনে থাকার সময় কিছু ভুল সিদ্ধান্ত বিপাকে ফেলেছিল তারকা ভারত ভূষণকে। তার মধ্যে অন্যতম একটি ছবি প্রযোজনা করা। প্রযোজক হিসেবে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি।ঘন আঁখিপল্লব আর স্বপ্নালু চোখের এই নায়ক কবিতা ভালোবাসতেন। গানে সুর দিতেন। নিজে গানও গাইতেন। তাকে চমতকার মানিয়ে যেত পৌরাণিক চরিত্রে। ''শ্রী মহাপ্রভু চৈতন্য'' ছবিতে অভিনয় তাকে এনে দিয়েছিল ''ফিল্মফেয়ার''-এ সেরা অভিনেতার সম্মান।আর ভালোবাসতেন বইয়ের জগতে ডুবে থাকতে। তার নিজের বাড়ির লাইব্রেরিতে ছিল দুষ্প্রাপ্য বই। শেষ জীবনে এমনও হয়েছে, টাকার জন্য নিজের সংগ্রহের দুর্মূল্য বই বিক্রি করতে হয়েছে তাকে।

বিক্রি করে দিতে হয়েছিল নিজের একাধিক গাড়ি ও বাংলো। ততকালীন বোম্বের বান্দ্রা ও অন্য জায়গায় বাংলো ছিল তার। অর্থকষ্টে হারাতে হয়েছিল সে সবই। অভিনয় মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আগেই। অনাদর আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ৭২ বছর বয়সে, ১৯৯২ সালের ২৭ জানুয়ারি জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নেন আরব সাগরের তীরের এক সময়ের মহাতারকা।

গোলাপি ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে কলকাতায় আসছেন রানি

দেশের প্রথম গোলাপি বল টেস্ট। যে ম্যাচ খেলছে ভারত-বাংলাদেশ টিম। গোলাপি জ্বরে কাবু গোটা শহর। সেজেছে গোলাপি আলোয়। একদিকে টিকিটের হাহাকার। অন্যদিকে, বিরাট বাহিনিদের জন্য গলা ফাটানো, সব মিলিয়ে গোলাপি বল টেস্ট নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। আগামীকাল, শুক্রবার, ২২ নভেম্বর গোটা দেশ সাক্ষী থাকবে ভারতের মাটিতে প্রথম গোলাপি বল টেস্ট ম্যাচের। আর সেই ম্যাচেরই সাক্ষী থাকতে আসছেন বঙ্গতনয়া রানি মুখোপাধ্যায়।শুক্রবার সকালেই মুম্বই থেকে কলকাতায় পা রাখছেন অভিনেত্রী রানি। নানা কর্মব্যস্ততার মাঝেও ইডেনে বসে গোলাপি ম্যাচ দেখার সুযোগ একেবারেই মিস করতে চান না তিনি। সেকথাই ''দাদাগিরি''র মঞ্চে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলেন রানি মুখোপাধ্যায়।সম্প্রতি নিজের আগামী ছবি ''মর্দানি ২''-এর প্রচারে কলকাতায়

এসেছিলেন রানি। যেই ছবিতে নির্ভীক পুলিশ অফিসার শিবাণী শিবাজি রাও ওরফে রানি মুখোপাধ্যায়কে। ''দাদাগিরি''-র মঞ্চে নিজের ছবি, নিজের চরিত্রে নিয়ে বলার পাশাপাশি সেদিন তিনি এও জানান যে, এই প্রথম তিনি ইডেনে বসে ক্রিকেট খেলা দেখতে আসবেন। ভালো স্মৃতি নিয়ে মুম্বই ফেরার আশাও রেখেছেন অভিনেত্রী।য় তাঁর কথায়, ''আশা করছি ভাল স্মৃতি নিয়ে ফিরব।'' রানি মুখোপাধ্যায় যে শুধু খেলা দেখতে আসছেন, এমনটা নয়! একই সঙ্গে ইডেনেও ''মর্দানি ২''-এর প্রচারও সারবেন বলে জানা গিয়েছে।রানি অভিনীত ২০১৪ সালের ''মর্দানি'' ছবির সিক্যুয়েল ''মর্দানি ২''। আগের ছবির বিষয় ছিল নারী পাচার। যেই ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে সিনেমহলে। ধর্ষণের মতো জ্বলন্ত বিষয় নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ছবি। ''মর্দানি ২''-এর প্রচারে এসে নিছক মজার ছলেই রানি জানিয়েছিলেন যে আগের ছবিতে তিনি স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন। এই ছবিতে তিনি পুলিশ অফিসার। অর্থাত, এবার তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। যশ রাজ ফিল্মস প্রযোজিত ''মর্দানি ২'' মুক্তি পাবে ১৩ ডিসেম্বর।

ব্রহ্মাস্ত্র''-র নয়া চমক, না জানলেই মিস করবেন

মুক্তির দিন প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। ভক্তরাও শুরু করে দিয়েছেন কাউন্টডাউন। ছবি নিয়ে দর্শকদের কৌতুহলের শেষ ছিল না। হবে নাই বা কেন, ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন বলিউডের টপ জুটি আলিয়া ভাট এবং রণবীর কাপুর। আশা করি এতক্ষণে বুঝেই গেছেন কোন ছবির কথা বলা হচ্ছে। অয়ন মুখোপাধ্যায়ের আপকামিং ছবি ''ব্রহ্মাস্ত্র''। ছবিতে একের পর এক নয়া চমক দিয়ে যাচ্ছেন পরিচালক।দীর্ঘদিন পর ফের হিন্দি ছবিতে দেখা যাবে দক্ষিণের সুপারস্টার নাগার্জুনকে। ছবিতে প্রত্নতত্ত্ববিদের ভূমিকায় দেখা যাবে নাগার্জুনকে। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বারাণসীতে দীর্ঘদিন ধরে শ্যুটিং করেছেন নাগার্জুন। একদল পড়ুয়াকে নিয়ে বারাণসীর গঙ্গার ধারে পুরোনো মন্দিরের সংরক্ষণে যায় নাগার্জুন। আর একটি ঘটনার সূত্র ধরেই তার কাছে পৌঁছে যান সিনেমার মুখ্য চরিত্র শিবা এবং ঈষা।ছবিতে রণবীরের চরিত্রের নাম শিবা। এবং ঈষার চরিত্রে দেখা যাবে আলিয়াকে। নাগার্জুনার সূত্র ধরেই পর্দায় আসেন মৌনি রায় এবং সৌরভ গুরজার। তারপরই পাঁচজন মুখোমুখি হন বারাণসীতেই। এই নিয়ে চলতে থাকবে ছবির গল্প। আর সেখান থেকে নয়া মোড় নেয় ছবির গল্প। ফ্যান্টাসি ট্রিলজির এই ছবির দিকেই মুখিয়ে রয়েছে গোটা দর্শককূল। ছবিতে আলিয়া, রণবীর ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনকে। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়েই প্রেক্ষাগৃহে আসতে চলেছে ''ব্রহ্মাস্ত্র''।

শুক্রবার আগরতলায় ই-আরওআর সিস্টেমের সূচনা করেন রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে প্রবেশে ভারতীয় সীমান্তে অসংখ্য নারী-পুরুষ কঠোর নজরদারি করছে বিজিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২২।। সম্প্রতি ভারত সরকার সে দেশের আসাম রাজ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রকাশ করে। সেখানে নাম না থাকায় নির্যাতনের ভয়ে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অনেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে বলে জানিয়েছে বিজিবি ও জেলা প্রশাসন। তবে এসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি করছে বিজিবি।অপরদিকে, আটকরা জানিয়েছেন সীমান্তের ওপারে অপেমাণ আরও অসংখ্য নারী-পুরুষ। তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে সুযোগের অপোয় আছেন। অন্যদিকে, গত দুই সপ্তাহে এ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার সময় ২১৪ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এর মধ্যে গত দুই দিনে আটক হয়েছে ১১ জন। আটকদের মধ্যে ৫ জন পুরুষ, ৩ জন নারী ও ৩ জন শিশু। ভারত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো দিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহেশপুর উপজেলা প্রশাসন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন পরিষদগুলোর (ইউপি) চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে। এসব কমিটি সীমান্ত এলাকায় অপরিচিত কোনো ব্যক্তি দেখলেই নিকটবর্তী বিজিবির সদস্যদের কাছে খবর পৌঁছে দেবে। বিজিবির ভাষ্য, আটক হওয়া ব্যক্তিদের বেশিরভাগই ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। আটকরা বিজিবিকে জানিয়েছে, ভারতে জাতীয় নাগরিক তালিকার (এনআরসি) আতঙ্ক ও নানা চাপের কারণে তারা ভারত ছেড়েছেন। মহেশপুর উপজেলায় ভারতীয় সীমান্ত এলাকা রয়েছে ৫৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে কাঁটাতার বিহীন এলাকা রয়েছে প্রায় ১১ কিলোমিটার। কাঁটাতারবিহীন এলাকা দিয়েই বেশি অনুপ্রবেশ হচ্ছে বলে বিজিবি ও পুলিশ জানিয়েছে।

সীমান্তের লেবুতলা ও পলিয়ানপুর এলাকার মানুষ জানান, ভারত থেকে সবসময়ই মানুষ আসে। মাঝরাত ও সকালের দিকে বেশি লোক ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে ইছামতি নদী পার হয়ে কাঁটাতার বিহীন এলাকা দিয়ে। তবে বিকেলের দিকেও মাঝে মধ্যে লোক আসে। বিজিবি যে পাশে থাকে বিপরীত পাশ দিয়ে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে লোক ঢুকে পড়ে। ভারত থেকে এভাবে যদি লোক আসে সেটা তো আমাদের সমস্যাই। সীমান্তের মাটিলা মসজিদের ইমাম নুরুননবী জানান, সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে লোক আসে ভারত থেকে। অনেক সময় তারা সীমানা ক্রস করে বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কেউ ধরা পড়ে, কেউ দেশের বিভিন্নস্থানে চলে যায়। এরা মূলত এক শ্রেণির দালালদের মাধ্যমে ঢুকে পড়ছে।

বিজিবির হাতে আটক আদালতে সোপর্দ হওয়া কয়েকজন জানান, আমাদের কোনো নাগরিকত্বছিল না। ভারতেও গিয়েছিলাম পাসপোর্টবিহীন অবস্থায়। এখন দালাল ধরে চলে এসেছি। কারণ মালিকরা আমাদের টাকা-পয়সা দেন না। বিজিবির হাতে আটক এক নারী জানান, মোদী যখন ঘোষণা করেছে এরা থাকবে না। এরপর থেকে আমরা যাদের বাড়িতে কাজ করতাম তাদের বাড়িতে সরকার লোক পাঠিয়েছে। সরকারের লোকজন বলেছে, দেখো তোমরা তো কাজ করো, তোমরা মুসলিম, বাংলাদেশি, তোমাদের কাজ করতে দেবে না। তাই এখন কি করা যাবে তোমরা যেখান

থেকে এসেছো সেখানে চলে যাও। বাঙালি এখানে থাকবে না, তোমরা যদি আমার ধর্ম পালতে পারো তাহলে থাকতে পারো। তখন আমরা বলেছি তোমার ধর্ম পালতে পারবো না আমরা থাকবো না।আটক আরেক নারী বলেন, আমরা যেখানে থাকি, তারা বলছে আমরা তোমাদের আর ভারতে রাখতে পারবো না। শেষে আমরা ওই দেশের দালাল ধরে এ দেশে এসেছি। এপারে আসার পরে বিজিবি আমাদের ধরে এনেছে। আমাদের কোনো পাসপোর্ট ভিসা নেই। ভারতে যাওয়ার সময় পাসপোর্ট ছাড়াই গিয়েছিলাম অনেক বছর আগে।আটক আরও কয়েকজন জানান, আমরা চার-পাঁচ দিন ধরে অনাহারে আছি। এ দেশে আসার সময় আমরা ৫ জন এসেছি দালালের হাতে ৯০ হাজার টাকা দিয়ে।আটক একজন পুরুষ জানান, তার বাড়ি মোংলার গোয়াড়িমার গ্রামে। তিনি তিন বছর আগে ভারতে চলে যান। ওখানে মুসলিমদের রাখবে না তাই চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।

মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম জানান, গত বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) উপজেলা পরিষদের মাসিক আইনশৃঙ্খলা সভায় অনুপ্রবেশকারীদের কথা তুলে ধরেছি। তখন বিজিবির প থেকে জানানো হয় সীমান্ত এলাকায় অনেক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। এজন্য চেয়ারম্যান-মেম্বরসহ গ্রামের মানুষদের একত্রিত হয়ে সীমান্তে নজর রাখার কথা বলা হয়।তিনি জানান, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক লোক ভারতে চলে গিয়েছিল। তারা হয়তো ভারতে গিয়ে কাজ করে খেত। যারা আসছে তারা এখানে একদম নিঃস্ব অবস্থায় আসছে।

৫৮ বিজিবির মহেশপুরের জলুলী ক্যাম্পের সুবেদার মাহবুবুর রহমান বলেন, ভারত থেকে বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। এ পরিস্থিতিতে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ নিয়ে সভায় আলাপ-আলোচনা হয়। সবশেষে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তবর্তী ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে বিজিবিকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের আসামে গত (৩১ আগস্ট) এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়। এতে ঠাঁই পাইনি ১৯ লাখের বেশি মানুষ। তালিকা প্রকাশের পর বিশাল সংখ্যক মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। এ নিয়ে বাংলাদেশে উদ্বেগের প্রোপটে গত (২৭ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে বৈঠকে এবং ৫ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, এনআরসি নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের কিছু নেই। সর্বশেষ গত বুধবার ভারতের মতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি ও দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, আসামের মতো নআরসি সারা ভারতেই হবে।

রোজভ্যালিকাণ্ডে শুভ্রা কুন্ডুকে তৃতীয়বার নোটিস ইডির

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি.স): রোজভ্যালিকাণ্ডে গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রীকে তৃতীয়বার নোটিস দিল ইডি। শুভ্রা কুন্ডু না এলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। শুক্রবার ইডির তরফে জানানো হয়েছে, এবার না এলে শুভ্রা কুন্ডুর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবারই সাত সকালে রোজভ্যালি কর্ণধার গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুন্ডুর সাউথ সিটির ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি। বৃহস্পতিবার সকালে ২৫ জন ইডি আধিকারিক ছ'টি দলে ভাগ হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দেন। এর মধ্যে একটি দল পৌঁছে যায় দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি আবাসনে। সেখানেই থাকেন গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডু। ইডির দাবি রোজভ্যালির অলংকার বিপণি অদ্রিজা জুয়েলারি থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার অলঙ্কার নেন গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী। যদিও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েও শুভ্রার দেখা পাননি ইডি আধিকারিকরা। তাঁর বাড়িতে থাকা পরিচারিকা ইডির অফিসারদের জানিয়ে দিয়েছেন, শুভ্রাদেবী সপ্তাহ খানেক আগে শহরের বাইরে গিয়েছেন। তবে কোথায় গিয়েছেন গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী তা অবশ্য জানা যায় নি। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা 'রোজভ্যালি'র নামে বাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা তোলার দায়ে হাজতবাস করছেন গৌতম কুণ্ডু । অভিযোগ, বাজার থেকে তোলা অর্থ তিনি গয়নার বিপণিতে বিনিয়োগ করেছেন ।

গত জুন মাসে ইডি আধিকারিকরা বারাসত থেকে বেহালা পর্যন্ত রোজভ্যালির গয়নার বিপণির ১৬টি শোরুমে হানা দিয়েছিল। ইডি সূত্রে খবর, শুভ্রা কুন্ডুদের অলংকার বিপণির টাকার হিসেবে গড়মিল ধরা পড়েছে। আর রোজভ্যালির ডিরেক্টর হিসেবে এই গয়না বিপণি দেখভাল করতেন শুভ্রা কুন্ডু। সেখানে ১১০ কোটি টাকার হিসেব মিলছে না। ওই বিপুল পরিমাণ টাকার কি হলো, তা জানতে চায় ইডি । এছাড়া তার নামে একাধিক প্যান কার্ড রয়েছে । তাই তাঁকে ডেকে জেরা করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। শুধু গয়নার বিপণি নয়, বাগুইআটিতে রোজভ্যালির যে টেলিভিশন চ্যানেলের অফিস ছিল, সেখানেও শুভ্রা ছিলেন অন্যতম মাথা। চ্যানেলের প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট দেখতেন তিনি। সে ব্যাপারেও তার থেকে তথ্য জানতে চায় ইডি। মন্দারমণির রোজভ্যালি রিসর্টও ছিল শুভ্রার নামে। এরআগেও রোজভ্যালি কর্তা গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুন্ডুকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর বা ইডি তলব করেছিল । একাধিকবার তার বাড়িতে নোটিস দেওয়া হলেও তিনি ইডি দফতরে হাজির হননি। তারপরই আজ বৃহস্পতিবার শুভ্রা কুন্ডুর বাড়িতে পৌঁছে যায় ইডির আধিকারিকরা ।

২০১৭ সালে শুভ্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভিযোগ ওঠে এক ইডি অফিসারের বিরুদ্ধে। মনোজ কুমার নামের ওই আধিকারিককে দেখা যায় শুভ্রার সঙ্গে দিল্লির একটি হোটেলে ঢুকতে। তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন রাজীব কুমার। সেই সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে তোড়জোর শুরু করে লালবাজারে। তড়িঘড়ি মনোজ কুমারকে সরিয়ে দিয়েছিল ইডি। ২০১৪ সালে রোজভ্যালি কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। সেবার তিনি সন্ধেবেলা বোরখা পরে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে গিয়েছিলেন। তাঁকে টানা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জেরা করেছিল তদন্তকারী অফিসারেরা । কিন্তু বৃহস্পতিবার তাঁর দেখাই পেলেন না গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যেই রোজভ্যালি কাণ্ডে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি । ১৭ হাজার ৫২০ কোটি টাকা প্রতারণা মামলার চার্জশিট জমা পড়েছে বিশেষ সিবিআই আদালতে । চার্জশিটে নাম রয়েছে গৌতম কুণ্ডুর । এছাড়া রয়েছে রোজ ভ্যালি হোটেল, এন্টারটেনমেন্টের নামও । যাদের বিরুদ্ধে টাকা নয়ছয়ের অভিযোগও রয়েছে ।

দাবানলে অস্ট্রেলিয়ার আরও তিনটি রাজ্যে সতর্কতা জারি

সিডনি, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ায় দাবানল অবস্থার অবনতি হওয়ায় আরও তিনটি রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমবর্ধমান দাবানলের ফলে দেশটির ভিক্টোরিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং তাসমানিয়া রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছার পর আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় রাজ্যটিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করে কর্তৃপক্ষ। সেখানে অন্তত ১০ হাজার ঘর-বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এর আগে গত ১০ নভেম্বর নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যান্ড রাজ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। দাবানলের কারণে এই দুই রাজ্যে মোট ছয়জন নিহত হয়েছেন। এদিকে, দাবানলের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়ায় দেশটির প্রধান দুই শহর সিডনি ও অ্যাডিলেডের আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। ৬০ লাখ মানুষের শহর সিডনিতে ধোঁয়ার কারণে বায়ু দূষণের সৃষ্টি হয়েছে। শহরটির কোন কোন এলাকায় দূষণের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে আট গুণ ছাড়িয়েছে। সিডনি ও অ্যাডিলেডের অনেক মানুষ মুখে মাস্ক পড়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় তাপমাত্রা ও বাতাসের গতিবেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে উ এবিয়ে দেশটির আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে নতুন নতুন এলাকায় দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রবল তুষারপাতে শ্বেতশুভ্র বরফে ঢাকা পড়ল হিমাচল তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে

শিমলা, ২২ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে এখনও জাঁকিয়ে শীতের আমেজ না থাকলেও, শীতের দাপট বহাল রয়েছে হিমাচল প্রদেশে। নিরবচ্ছিন্ন বরফে ঢাকা পড়েছে হিমাচল প্রদেশ। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন তুষারপাত অব্যাহত। শৈত্যপ্রবাহের কারণে শিমলা, মানালি, লাহুল এবং স্পিতি, কিন্নৌর-সহ হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় জনজীবন বিপর্যস্ত। একনাগাড়ে তুষারপাতের জেরে তাপমাত্রা নেমেছে হিমাঙ্কের নীচে। শ্বেতশুভ্র বরফে ঢাকা পড়েছে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল। শুক্রবার সকালে হিমাচল প্রদেশের কেলঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কল্পায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৪, কুফরীতে ৬.২, মানালিতে ৭.২, ডালহৌসিতে ৭.৯, ধর্মশালায় ৮.২, শিমলায় ১০.০, সুন্দরনগরে ১০.১, পালমপুরে ১১.০, হামিরপুর ও চম্বায় ১১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসউ হিমাচল প্রদেশ আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে মনমোহন সিং জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘন্টা হিমাচল প্রদেশের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৫ এবং ২৬ নভেম্বরের পর থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে।

আগামী পাঁচ বছরের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা থেকেই হবে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২২ নভেম্বর (হি.স.): এনসিপি অথবা কংগ্রেস নয়, আগামী পাঁচ বছরের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা থেকেই হবে। মারাঠা-রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলে দিয়ে শুক্রবার এমনই দাবি করেছেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'উদ্ধব ঠাকরেকেই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছে জনগণ।' শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'আগামী পাঁচ বছরের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা থেকেই হবেউ আগামী দু'দিনের মধ্যেই সমস্ত সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেসের নেতারা রাজভবনে গিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানাবেন।' এদিন শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে প্রশ্ন করা হয়, 'মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার যদি আপনার (সঞ্জয় রাউত) নাম প্রস্তাব করেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'এটা ঠিক নয়, উদ্ধব ঠাকরেকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছে মহারাষ্ট্রে জনগণ।'

সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ পাবে শিবসেনাউ কংগ্রেস ও এনসিপি-কে দেওয়া হবে উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ। বৃহস্পতিবার রাতেই মুম্বইয়ে শরদ পওয়ারের সঙ্গে দেখা করেন উদ্ধব ঠাকরে ও আদিত্য ঠাকরে। ওই বৈঠকে সঞ্জয় রাউতও উপস্থিত ছিলেন। এনসিপি সুপ্রিমোর সঙ্গে উদ্ধব ও আদিত্যর বৈঠক প্রসঙ্গে শুক্রবার সকালে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'সরকার গঠন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে।'

আগামী সপ্তাহে লোকসভা পেশ হবে এসপিজি সংশোধনী বিল : মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): আগামী সপ্তাহে লোকসভায় পেশ হবে স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) আইন সংশোধনী বিল। শুক্রবার এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। ১৯৮৪ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর ১৯৮৫ সালে ক্যাবিনেট সচিবের নির্দেশে গঠিত হয় এসপিজি। ১৯৮৮ সালের ২ জুন সংসদে এসপিজি বিল পেশ করে পাশ করানো হয়। দেশের বাছাই করা কমান্ডো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনী নিরাপত্তার কাজে অত্যন্ত দক্ষ। গ্রুপে সব মিলিয়ে রয়েছেন প্রায় ৩০০০ অফিসার।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর নিকটবর্তী পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার দায়িত্ব এসপিজি কমান্ডোদের। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর নিকটবর্তী পরিবারের সদস্যদেরও সুরক্ষা দায়িত্ব এসপিজি কমান্ডোদের উপর। কিন্তু, সম্প্রতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া-কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রার এসপিজি নিরাপত্তা তুলে নিয়েছে মোদী সরকারউ এবার লোকসভায় স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) আইন সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র।

ছত্তিশগড়ে চলন্ত স্কুল-গাড়িতে আগুন, বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

ধমতরী (ছত্তিশগড়), ২২ নভেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের ধমতরী জেলায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। শুক্রবার সকালে ওজস্বী নার্সিংহোমের কাছে রুদ্রী রোডের উপর একটি স্কুল-গাড়িতে (ম্যাজিক গাড়ি) চলন্ত অবস্থাতেই আগুন ধরে যায়উ সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও, সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ওই স্কুল-গাড়িটি।

ম্যাজিক গাড়িটি প্রতিদিন আক্রুতি প্লে স্কুল এবং কেন অ্যাকাডেমির পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার এবং স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করত। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকালেও গাড়ির চালক মনোজ যাদব বাচ্চাদের আনতে যাচ্ছিলেন। চলন্ত অবস্থাতেই ওজস্বী নার্সিংহোমের কাছে রুদ্রী রোডের উপর ওই স্কুল-গাড়িতে আগুন ধরে যায়। আগুন লেগে যাওয়া মাত্রই গাড়ির নেমে আসেন মনোজ যাদব। মনোজের চোখের সামনেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় গাড়িটি। পরে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সৌভাগ্যবশত অগ্নিকাণ্ডের সময় ওই গাড়িতে কোনও পড়ুয়া ছিল না, তাই বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছেউ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে আইইডি বিস্ফোরণ, গুরুতর জখম সিআরপিএফ জওয়ান

রায়পুর, ২২ নভেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলেছেউ এবার ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হলেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন জওয়ানউ আইইডি বিস্ফোরণে জখম জওয়ান সিআরপিএফ-এর ১৬৮ ব্যাটেলিয়নের সদস্য। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে রায়পুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডান পায়ে মারাত্মক চোট পেয়েছেন ওই সিআরপিএফ জওয়ান।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি), বস্তার, পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে বিজাপুরে আইইডি বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান। এদিন সকালে অভিযানে বেরিয়েছিলেন সিআরপিএফ-এর ১৬৮ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। অভিযান চলাকালীন আচমকাই আইইডি বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে একজন সিআরপিএফ কনস্টেবলের পায়ে মারাত্মক চোট লেগেছে। তাঁকে উদ্ধার করে রায়পুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আইইডি বিস্ফোরণের নেপথ্যে মাওবাদীদের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে কৃষি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ছোট রাজ্যের পুরস্কার গ্রহণ করছেন ত্রিপুরার কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিনহা রায়। ছবি- তথ্য দপ্তর।

দিল্লির মন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক, ক্ষোভ প্রকাশ রাজেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর (হি.স.): সাংবাদিক অথবা রাজনৈতিক নেতারাই শুধু নন, টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাকের কবলে এবার দিল্লির মন্ত্রীও। হ্যাক করা হল দিল্লির সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী রাজেন্দ্র পাল গৌতমের টুইটার অ্যাকাউন্ট। মন্ত্রীর টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করা হয়েছে 'ধর্মীয় আইকন'। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের মন্ত্রিসভার সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রী রাজেন্দ্র পাল গৌতমের অভিযোগ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আম আদমি পার্টির ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। শুক্রবার রাজেন্দ্র পাল গৌতম নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন টুইটার অ্যাকাউন্ট হওয়ার কথা। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেতা রাজেন্দ্র পাল গৌতম লিখেছেন, 'আমি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেব। প্রত্যেকের বিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

লোবার কয়লা শিল্প ঘিরে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ

দুবরাজপুর, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : লোবার কয়লা শিল্প ঘিরে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। জমির দাম চূড়ান্ত করার আগে চাষীদের মতামত নেওয়ার ডাকা বৈঠকে গড়হাজির থাকল লোবা কৃষিজমি রক্ষা কমিটি। তৃণমূল কংগ্রেস ও এলাকার জমির মালিকদের একাংশ বৈঠকে যোগ দিলেও জমির দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে আলোচনার পক্ষে সাওয়াল করলেন। ফলে এদিনের বৈঠকে কোন স্থায়ী নির্যাস বের হয়নি বলেই মত মালিক পক্ষ্যের।

দুবরাজপুর ব্লকের লোবায় মাটির নিচের কয়লা উত্তলনের দায়িত্ব পেয়েছে ডিভিসি। কয়লা শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও প্রবল হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েক দফা বৈঠকও হয়। জমি সংক্রান্ত সমস্যার প্রায় নব্বই শতাংশ সমাধান হয়েছে বলে দাবি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের। এরই মধ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সিউড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে এলাকায় গিয়ে চাষীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য বলেন জেলাশাসক ও সভাধিপতি। এরপরই দিন কয়েক আগে বৈঠকের দিন ঘোষনার পরও তা হয়নি। চূড়ান্ত হয় শুক্রবার বৈঠকের। এরপরই বৈঠকের জায়গা নিয়ে শুরু হয় চাপান উতোর। লোবা কৃষিজমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয় তারা লোবা কালি মন্দির চত্বরে বৈঠকে যাবেননা। চাষিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হলে ডিভিসিকে আসতে হবে জমি রক্ষা কমিটির ধর্ণা মঞ্চে। কিন্তু ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় বৈঠক হবে দুবরাজপুরের আশ্রম মাঠে। একথা জানার পরই বৃহস্পতিবার রাতে জমি রক্ষা কমিটি জরুরি বৈঠকে বসে। এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় আশ্রম মাঠে তারা যাবেননা।

সেমতোই শুক্রবার জমির দাম নির্ধারন সংক্রান্ত আলোচনায় গড় হাজির ছিলেন কমিটির সদস্যরা। তবে যোগ দিয়েছিলেন ব্লক প্রশাসন, ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও জমির মালিকদের হাতে গোনা কয়েকজন। সুত্রের খবর ওই বৈঠকে প্রতি একর জমির ১৪ লক্ষ টাকা দাম দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। এছাড়া যে বাড়ি তৈরি করা হবে তাকে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে এমনটা জানিয়ে তা দেখানো হয়। কিন্তু ওই দামে জমি দেওয়া নিয়ে উপস্থিত জমির মালিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি। তবে দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও অনিরুদ্ধ রায় বলেন, 'বৈঠক হয়েছে। আলোচনাও হয়েছে। আগামী দিনে আরও আলোচনা হবে''। এদিকে লোবা কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক জয়দীপ মজুমদার বলেন, "জমি নিতে হলে চাষীদের কাছে এসেই দাম নিয়ে কথা বলতে হবে ডিভিসিকে। আমরা আলোচনা করতে প্রস্তুত। তবে তাদের আসতে হবে ধর্ণামঞ্চে। অন্য কোথাও আলোচনা করলে সেখানে চাষীরা যাবেনবা বলেই আমাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই আমরা এদিনের বৈঠকে যায়নি"। অন্যদিকে এলাকায় গিয়ে বৈঠকের পক্ষে সাওয়াল করেছেন তৃণমূল নেতারাও। লোবা অঞ্চল সভাপতি উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, "পনেরো কিলোমিটার দূরে দুবরাজপুরে গিয়ে চাষীদের সবার পক্ষে নিজেদের মত জানানো সম্ভব নয়। তাই এলাকায় গিয়েই দাম সংক্রান্ত আলোচনা হওয়া উচিত। তৃণমূল চায় চাষীরা প্রকৃত দাম পায়। এবং তাদের মতামত জানাতে পারেন"।

দুটো প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্ব বজায় থাক:শেখ হাসিনা

কলকাতা,২২ নভেম্বর (হি.স.):গোলাপি বল টেস্ট ম্যাচের সুবাদে কলকাতার মাটিতে পা রাখেলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঊ প্রায় দেড় বছর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তাজ বেঙ্গলে বৈঠকেও বসলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৈঠক শেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'এই দেশের মানুষের প্রতি আমার অনেক আন্তরিকতা রয়েছে ঊ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে এমন সম্পর্ক যেন সবসময় বজায় থাকে ঊ দুটো প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্ব বজায় থাক ঊ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য'। উল্লেখ্য, গোলাপি ইতিহাসে এবার নজির গড়তে চলেছে কলকাতা ঊ আজ শুক্রবার গোটা দেশ সাক্ষী থাকলো ভারতের মাটিতে প্রথম গোলাপি বল টেস্ট ম্যাচেরঊ যে ম্যাচ খেলছে ভারত-বাংলাদেশ টিম।আর সেই ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে সকলের।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রচারে ছিল লোকসভা মোদীর ভোট, বিধানসভা দিদির ভোট, তাই হারলাম জানাল অঞ্চল সভাপতি

রামপুরহাট, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : " লোক সভা মোদীর ভোট" এই প্রচারের কারনেই লোকসভায় ফল খারাপ হয়েছে। মানুষকে বোঝাতে পারি নি। পরে, অনেকেই আমাদের জানান, লোকসভা তো মোদির ভোট। বিধানসভা দিদির ভোট, তখন দেবে- এমনটাই ভোটারদের বলা হয়েছিল। অনুব্রতকে এমনটাই জানালেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। কেউ কেউ সিপিমের ভোট বিজেপিতে যাওয়ায় ফল খারাপ হয়েছে বলে জানান দলের জেলা সভাপতিকে। আবার অনুন্নয়নের জন্য ফল খারাপের কথাও উঠে আসে রামপুরহাট বিধানসভার কর্মী সম্মেলনে। সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মামার গ্রাম কুসুম্বা অঞ্চল সভাপতিকে সরানোর পাশাপাশি এক অঞ্চল সভাপতির ডানা ছেঁটে দেওয়া হয়। সতর্ক করা হয় রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যানকে।

শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে রামপুরহাট হাইস্কুল মাঠে রামপুরহাট বিধানসভার কর্মী সম্মেলন করে তৃণমূল। সভায় দলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সহ সভাপতি রানা সিংহ, সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সহ ১৫ টি অঞ্চলের সভাপতি, রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশ্বিনী তেওয়ারি। সভায় একে শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি কুসুম্বা। ওই অঞ্চলের সভাপতি রামপ্রসাদ সাহাকে প্রশ্ন করেন কেন লোকসভায় ফল খারাপ হল? তিনি সঠিক উত্তর দিতে না পাড়ায় ব্লক সভাপতি আনারুল হোসেনকে নির্দেশ দেন অঞ্চল সভাপতিকে সরিয়ে দাও। এরপরেই খরুন অঞ্চলের সভাপতি আশিস সাহাকে ডাকা হয়। তিনিও লোকসভায় পরাজয়ের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পাড়ায় ব্লক সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয় সেখানে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠনের। তবে আশিসবাবুকে রেখেই। কাষ্ঠগড়া অঞ্চল সভাপতি সঞ্জয় দত্ত বলেন, "লোকসভায় মানুষের কাছে গেলে তারা বলেছেন এটা মোদীর ভোট। দিদির ভোট যখন হবে তখন তৃণমূলকে ভোট দেব। ফলে অধিকাংশ সিপিএম ভোট, এমনকি তৃণমূলের কিছু ভোট গিয়েছে বিজেপিতে। তাই ফল খারাপ হয়েছে"। যদিও লোকসভায় মোদীর প্রভাব বাড়ার বিষয়টি মানতে চাননি অনুব্রত। আয়াস অঞ্চলের বুথ সভাপতি মহাবীর পান্ডে লোকসভায় পিছিয়ে থাকার জন্য দলীয় কর্মীদের দায়ী করেন। তিনি বলেন, "লোকসভায় বহু তৃণমূল কর্মী বিজেপির ভোট করেছে। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষক রয়েছেন"। মহম্মদ বাজার ব্লকের ভাঁড়কাটা অঞ্চলের সভাপতি খগেন রাজবংশী বলেন, "অনুন্নয়নের জন্যই দলের ফলাফল খারাপ হয়েছে। কারণ এলাকায় কোন রাস্তা নেই। দু-একটি রাস্তা সামান্য হয়েই আটকে গিয়েছে। তাই মানুষের আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে"। অনুন্নয়নের প্রশ্ন কিছুটা বিব্রত হন অনুব্রত মণ্ডল। এনিয়ে কৃষিমন্ত্রী, ব্লক সভাপতি তাপস সিনহার সঙ্গে কথা বলেন। আশিসবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিছুটা বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন অনুব্রত। যদিও আশিসবাবু বলেন, "আমাদের মধ্যে কোন তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়নি। উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে"। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "কিছু রাস্তা হয়েছে। কিছু জায়গা ব্যক্তি মালিকানা হওয়ায় সেখানে রাস্তা গড়া সম্ভব হয়নি। জায়গার মালিকরা আপত্তি নেই লিখে দিলে রাস্তা গড়ে দেব"। সব শেষে রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশ্বিনী তেওয়ারিকে ফলাফল খারাপের কারণ জানতে চান। উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সতর্ক করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আগামী দিনে চেয়ারম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিতে বলেন অনুব্রত। জেলা শাসকের ডাকা সভায় যাননি কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অশ্বিনীবাবু বলেন, "ওই সভায় আপনি থাকবেন জানতাম না"। তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত বলেন, "অশ্বিনীর সঙ্গে একটি রসিকতা করছিলাম"।

রাজ্যে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে শীতের আমেজ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি.স): রাজ্যে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে শীতের আমেজ। ঠাণ্ডার পরশ লেগেছে কলকাতার গায়েও। সকাল থেকেই অনুভব করা যাচ্ছে শিরশিরানি। বেলা বাড়লে তা কমে গেলেও সন্ধের পর থেকেই ফের ফিরছে ঠাণ্ডার আমেজ।

উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া বিনা বাধায় প্রবেশ করছে রাজ্যে। তাই সর্বত্রই রয়েছে শীতের অনুভূতি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের সব জেলাতেই আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা এইরকমই থাকবে। তবে দুই থেকে তিনদিন সিকিম সহ উত্তরবঙ্গের ৫ জেলায় ঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

বাতাসে আর্দতার পরিমাণ ৪০ থেকে ৯৬ শতাংশ রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আজ ও আগামীকাল জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কেরালা সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপের অক্ষরেখা থাকায় তামিলনাড়ু উপকূলে আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এর কারণে সকালে ও সন্ধেয় শীতের আমেজ থাকবে রাজ্যে।

কিন্তু এখনই একে শীত বলতে রাজি নয় আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই শীত শীত ভাব আপাতত জিইয়ে থাকবে বলে জানানো হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে তাপমাত্রা নামতে থাকলে, তার প্রভাব এসে পড়তে শুরু করে এই রাজ্যে। সেখানে হিমেল হাওয়া যত বেশি বয়, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমা বায়ু তত বাংলার দিকে এগিয়ে আসে। সেই কনকনে উত্তুরে হাওয়ার পরিস্থিতি এখনই না থাকলেও, শীত শীত ভাব চলবে।

শনিবার কলকাতার আকাশ থাকবে সাধারনত পরিস্কার। শুক্রবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল পরিস্কার। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন,১৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৫১ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

ভূমি ও ভূমি সংস্কারে বীরভূম সেরা, বললেন কৃষিমন্ত্রী

রামপুরহাট, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : ভূমি সংক্রান্ত শিবিরের আয়োজন হল গোটা জেলায়। বীরভূমের অন্যান্য এলাকাসহ রামপুরহাট ও মুরারই ব্লকে ভূমি সপ্তাহ পালিত হল। মুরারই-১ ব্লকের বিডিও নিশীথ ভাস্কর পাল জানান, জেলা জুড়েই এই ভূমি শিবির চলছে। ভূমিহীনদের পাট্টা দেওয়া ছাড়াও, ভূমি সঙ্ক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শিবির হয় সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুরারই বিধায়ক আব্দুর রহমান। জানা গেছে, দফতরের কাজ কর্মে বীরভূম জেলা রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শুক্রবার রামপুরহাট কৃষক বাজারে ভূমি মেলার উদ্বোধনে এসে এই সাফলের কথা জানান কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেলার সূচনা করেন কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। মেলা থেকে ৯০ জন ভূমিহীন মহিলার হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। তার মধ্যে ৫১ জনের হাতে বাস্তুভিটে দেওয়া হল ৫১ জনকে। ৩৯ জনকে কৃষি জমি দেওয়া হয়েছে। রামপুরহাট মহকুমার আটটি ব্লকে ২০৭ জনের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হয় এদিন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিসংখ্যান দিয়ে আশিসবাবু বলেন, "জেলায় ২০১৭-১৮ সালে ১,৩০,৩৫৬ টি মিউটেশন হয়েছিল। ২০১৯-২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৩০,২০১ টিতে। কনভারশন ওই আর্থিক বছরে ২০১৪ টি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫১৭ টিতে। গত তিন বছরে পাট্টা বিলি করা হয়েছে ৯৪৮ জনকে। যার পরিমান ৮৭।৯২ একর। নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পে ১৪৯৭০ জনকে বাড়ি দেওয়া হয়েছে। জমির পরিমান ৪৮৬.১৮ একর। রাজস্ব আদায়ে হয়েছে একই আর্থিক বছরে ৯৮,০৭,৭২,৯১৬ টাকা। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে ১৫.১০.২০১৯ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৭৯,৯৫,০৫,৪২৯ টাকা"। অবশ্য এই সাফল্যের জন্য ভূমি ও ভূমি দফতরের অফিসারদের ভূয়সী প্রশংসা করেন আশিসবাবু।

ইউনিফর্ম খুলে নেওয়ার ঘটনায় অবিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৈঠকে বোলপুর মহকুমা শাসকের

বোলপুর, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম খুলে নেওয়ার ঘটনায় অবিভাবক ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৈঠক করেন বোলপুর মহকুমা শাসক ও এসডিপিও। দুপক্ষের অভিযোগ শোনেন মহকুমা শাসক। এদিনের বৈঠকের একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জেলা শাসককে দেওয়া হবে বলে জানান মহকুমা শাসক।

অন্যদিকে, ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত স্কুল ছুটি দেওয়া হয়। যদিও, বৈঠকেও মিললনা কোন সমাধান সূত্র।

শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত ইংরেজি মাধ্যম সেন্ট টেরেজা স্কুলে পড়ুয়াদের ১৮ নভেম্বর ইউনিফর্ম খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অভিবাবকেরা। স্কুলের অধ্যক্ষকে অপসারণের দাবিতে হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ করেন অভিবাবকেরা। স্কুলে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপশি এই ঘটনায় শান্তিনিকেতন থানায় ২ লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু শিশু সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের ঘটনার তদন্তে পাঠান। তদন্ত করে জেলা শাসককে রিপোর্ট দেয় সেই প্রতিনিধি দল।

এরপরেই এদিন বোলপুর মহকুমা শাসক অভ্র অধিকারী ও ছঙ্গঞ্চঞ্জ (বোলপুর) অভিষেক রায় অভিবাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। যদিও, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না সেন্ট টেরেজা স্কুলের অধ্যক্ষ সিস্টার অর্চনা ফার্নাণ্ডেজ। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকেও মিললনা কোন সমাধান সূত্র। অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলে বিশৃঙ্খলার জন্য ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত স্কুল ছুটি দিয়ে দেন কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সিস্টার জেসি বলেন, 'আমরা অভিবাবকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।'

বামপন্থীরা নিজেদের ধারা বজায় রাখতেই স্বামীজির মূর্তিতে ভাঙচুর করেছে : জিষ্ণু বসু

কলকাতা, ২২ নভেম্বর(হি.স.): হঠাত কেন স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি ভাঙা হল, কেনই বা ওনার উপর এত ক্ষোভ? শুক্রবার আইসিসিআর সভাঘরে বারবার এই প্রশ্নগুলই ঘুরপাক খাচ্ছিল। এদিন রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থাগার ফাউন্ডেশন ও ভরত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি জেএনইউতে স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তি ভাঙা নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, সাহা ইন্সটিটিউট এন্ড নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কর্মকর্তা জিষ্ণু বসু, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

এদিন স্বপনবাবু বলেন, 'বিবেকানন্দর হিন্দুত্ব ছিল রাষ্ট্রীয় হিন্দুত্ব। উনি তো কোনও ব্যক্তিগত হিন্দুত্বের কথা বলেননি। তবে ওনার উপর এত রাগ কিসের বামপন্থিদের। ওনার চিন্তাধারা বামপন্থী চিন্তাধারার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তবে ওনার মূর্তির উপর এত ক্ষোভ জন্মানোর কারন কি।' অপরদিকে জিষ্ণু বসু বামপন্থীদের একহাত নিয়ে বলেন, 'বামপন্থীদের এটা চিরাচরিত ধারা হয়েগেছে। ওরা নিজেদের ধারা বজায় রাখতেই স্বামীজির মূর্তিকে ভেঙেছে।'

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার দিল্লির জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ভাঙচুর চালানো হয় স্বামীজির মূর্তিতেঊ এমনকি সেই মূর্তির নিচে লিখে দেওয়া হয় কুকথাওঊ তবে এই কাজ কাদের তা এখনও চিহ্নিত করা না গেলেও বিজেপি ও তাঁর অনুগামীদের টার্গেট করেই এই কাণ্ড ঘটনা হয়েছে তা সজজেই অনুমেয়ঊ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে স্বামীজির ওই মূর্তিটি উন্মোচনের কথা ছিলঊ যদিও জেএনইউ ছাত্র সংসদ জানিয়েছে স্বামীজির মূর্তি ভাঙার সঙ্গে তাদের কেউ জড়িত নয়। প্রেস বিবৃতিতে ছাত্র সংসদের তরফে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনও ধরনের গুন্ডামিকে সমর্থন করে না।

রেলের জমিতে বহিরাগতের উতাত, বাইরের ঝামেলায় রাশ টানতে চান কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.): রেলের জমিতে বহিরাগতের উতাত বাড়ছেঊ বাইরের ঝামেলায় হাজার বিপর্যস্ত হচ্ছে রেল পরিসেবাঊ বাড়ছে দখলদারিঊ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে শুক্রবার রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন রেলের কর্তারা।

ভিড়ের চাপে রেল স্টেশনগুলি এবং রেলপথের পাশের অংশে, বিশেষত শিয়ালদহের শহরতলির অংশগুলিতে ভারসাম্যহীনতা বাড়ছেঊ এটা কমাতে এই বিশেষ সমস্যা সমাধানে রাজ্যকে সহায়তার অনুরোধ করেছে রেল। কলকাতায় ফেয়ারলি প্লেসে এই বৈঠকে পৌরহিত্য করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার সুনীত শর্মাঊ এ দিন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ঝাড়খন্ডের জিআরপি ও রেল পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা ছিলেন।

সুনীতবাবু জানান, রেলপথ বহির্ভূত সমস্যার জন্য রেলপথের উপর আন্দোলন করা আর একটি উদ্বেগ। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। উন্নত পরিবেশে কাজ করার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রতিটি সম্ভাব্য অবকাঠামো জিআরপিকে দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। রেলে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আরপিএফ এবং জিআরপি-র সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ করার উপরও জোর দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ ডিজি অ্যান্ড আইজি (রেল) অধীর শর্মা জিআরপি কর্মীদের জন্য অফিস, ব্যারাক এবং কোয়ার্টারগুলির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেনঊ বলেন, এ ব্যাপারে তাতণিক দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন। তিনি বলেন, আহত ব্যক্তিদের রেলপথ বা প্ল্যাটফর্ম থেকে কাছের হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য যথাযথ নির্দেশিকা প্রয়োজনঊ এটি করার জন্য পরিকাঠামো এবং রেলপথগুলিতে পাওয়া মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বড় স্টেশনে সংরক্ষণকেন্দ্রের প্রয়োজনঊ রেলপথের জমি দখল সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারেও সবার উদ্যোগী হতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কালিয়াগঞ্জে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি

কালিয়াগঞ্জ, ২২ নভেম্বর (হি.স): শনিবারই তিন বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন। হাতে আর মাত্র একদিন। সোমবারই রয়েছে তিন বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ফলে সব জায়গাতেই শেষ মুহূর্তের প্রচার তুঙ্গে।আগামী সোমবার কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ। নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে ভোটপর্ব সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি শুরু হয়ে গেছে। ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে তাদের ভোটদান করতে পারেন এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য তৎপর রয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার কালিয়াগঞ্জ শহরে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রুটমার্চ করাল প্রশাসন। কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার ২৭০ টি বুথ এলাকাতেই রুটমার্চ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আগামী ২৫ নভেম্বর নির্বিঘ্নে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তৎপর উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন।

শোকজ

● প্রথম পাতার পর

লাগাম টানতেই এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশাসনের একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

রাজ্যের ছাত্রীর সাফল্য সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। কুমারঘটিস্থিত হলিক্রস স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী প্রিয়া দে উড়িশা সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। প্রিয়া দে ২০১৭-১৮ সালে কুমারঘাট হলিক্রস স্কুল থেকে পাসআউট হয়েছেন। তারপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বহিঃ রাজ্যে চলে যান। উড়িশ্যা সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান দখল করেছে। তাঁর এই সাফল্যে স্কুলের প্রিন্সিপাল, শিক্ষিক শিক্ষিকা সহ স্কুলের অশিক্ষক কর্মচারীরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রিয়ার উচ্চশিক্ষায় আরও সফল্য আসবে বলে মনে করেন তারা। প্রিয়ার এই সাফল্যে স্কুলের সুনাম আরও বেড়েছে বলে অভিভাবকদের দাবি।

দেশব্যাপী আন্দোলনে রেশন মালিকরা

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : ৮-দফা দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ-আন্দোলনে নামছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সংসদে শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন সেখানে চলবে এটি। ২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের দিয়ে শুরু হবে ধর্না। এর পর ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাজ্যের রেশন দোকান মালিকদের ধর্না চলবে সেখানে। গোটা দেশে রেশন দোকানের মালিকের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৩২২।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে এজেন্সির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে খতিয়ান প্রদান ব্যবস্থাটি ম্যানুয়ালি হয়ে থাকে। আজ অনলাইন ব্যবস্থাটি চালু হওয়ার ফলে খতিয়ান ইস্যুর বিষয়টি আরও সহজ ও দ্রত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নিগমের

● প্রথম পাতার পর

কাজ নয়। শুধু সচেতনতার অভাবে পুর বাসী মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

আদালত

● প্রথম পাতার পর

আদালত নারায়ণ করের শর্তাধিন জামিন মঞ্জুর করেছিলেন। আজ তার জামিনের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। তিনি আজ আদালতে আত্মসমর্পন করেছেন। আদালত তার জামিনের মেয়াদ ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছে। সাথে প্রতিদিন থানায় হাজিরা দেওয়ার শর্ত তুলে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী রঘুনাথ মুখার্জি।

হেফাজতে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ ২২ নভেম্বর পর্যন্ত হেপাজতে নিয়েছিলো। আজ তাকে পুনরায় সোপর্দ করে পুলিশ। সাথে তদন্ত রিপোর্ট এবং কেইজ ডায়েরি আদালতে জমা দিয়েছেন তদন্তকারি অফিসার। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, পুলিশ আদালতে তার রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিলো। কিন্তু বাদি-বিবাদি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত সমির ভট্টাচার্যকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে।

মহারাষ্ট্রে

● প্রথম পাতার পর

থাকবেন। মাসখানেকের টানাপড়েন শেষে মহা-জট কাটলেও এই সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান শিবসেনার প্রাক্তন শরিক বিজেপি।

এ দিন ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রচারে রাঁচীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকড়ী জানান, আদর্শগত ভাবে পার্থক্য থাকলেও কেবলমাত্র বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতেই 'সুবিধাবাদীরা' জোট করেছে। তাঁর কথায়, "এদের জোট গড়ে উঠেছে সুবিধাবাদের উপর ভিত্তি করে। তিন দলই একত্র হয়েছে একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখো। এই জোট যে একেবারেই টিকবে না, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত বলেই দাবি করেছেন গডকড়ী। তিনি বলেন, সরকার গড়লেও ছয় থেকে আট মাসের বেশি টিকবে না তা।

কর্তব্যরত

● প্রথম পাতার পর

পড়ে গুরুতর আহত হন। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর সাথে অন্য পুলিশ কর্মীরা কোনওরকমে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

এদিকে, গাড়িচাপায় গুরুতর আহত সাব-ইনস্পেক্টর দুর্গা রাঙ্খলকে প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান পুলিশ কর্মীরা। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাকে হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু সেখান থেকেও তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসকরা। আজ সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ জিবি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে ত্রিপুরার পুলিশ মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাঙ্খলের সহকর্মীরা জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের ২০ জানুয়ারি তিনি কলমচৌড়া থানায় বদলি হয়েছিলেন। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাঙ্খলপাড়ায় তাঁর বাড়ি। এদিন, দুপুর দেড়টা নাগাদ আগরতলায় এডি নগর পুলিশ লাইনে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বাইরে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাও আগরতলা থেকে দূরবর্তী স্থানে ছিলেন। তাই ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ সাব-ইন্সপেক্টর দুর্গাকুমার রাঙ্খলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এছাড়া ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা-সহ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক এবং অন্য কর্মীরা তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টরের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। কর্তব্যরত অবস্থায় সাব-ইনস্পেক্টর দুর্গাকুমার রাঙ্খলের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মন্তব্য করেন তিনি। আইনমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে। জানান, শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে সরকার থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। আইনমন্ত্রী বলেন, মৃতের পরিবারকে আপাতত ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার। পরবর্তী সময়ে তাঁদের জন্য আরও কী করা যায় তা বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব পুলিশের জন্য আলাদা কিছু ভাবতে বলেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কর্তব্যরত অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাঁদের জন্য এতদিন কোনও কিছুই ভাবা হয়নি। তবে, শহিদ পুলিশ কর্মীদের বিশেষ প্রকল্প আনতে চলেছে ত্রিপুরা সরকার, আশ্বাস দেন আইনমন্ত্রী।

এদিকে, পুলিশ ঘাতক গাড়িগুলি আটক করেছে। সোনামুড়া, যাত্রাপুর এবং ধনপুর এলাকা থেকে পুলিশ তিনটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। সাব-ইনস্পেক্টরকে খুনের সময় ওই তিনটি গাড়ি ছিল বলে দাবি করেছে পুলিশ। তবে, একজনকেও আটক করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, তিনটি স্থানে তিনটি গাড়ি ফেলে রেখে চালকরা পালিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সর্বশেষ ২০১৭ সালের ১৭ অক্টোবর গরু পাচারকারীদের গাড়ি বিএসএফ-এর এক জওয়ানকে পিষে মেরেছিল। ওই সময় বিএসএফ জওয়ান দীপক মণ্ডল পাচারকারীদের হাতে খুন হয়েছিলেন। আবারও পাচারকারীদের গাড়ি চাপায় পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টরের খুন হওয়ার ঘটনা তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়েছে।

ইডেনে গোলাপি টেস্টে ১০৬ রানে গুটিয়ে গেল বাংলাদেশ, দ্রুত ফিরলেন ময়াঙ্কও

১০৬ রানে শেষ বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৩০.৩ ওভারেই দাঁড়ি পড়ল সফরকারী দলের ইনিংসে।ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে প্রথম ঘণ্টাতেই পড়ে গিয়েছিল চার উইকেট।সেই ঝটকা আর সামলাতে পারেনি বাংলাদেশ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৪ রানে ফিরলেন ইনদওরে ডাবল সেঞ্চুরি করাময়াঙ্ক আগরওয়াল (১৪)। আল-আমিন হোসেনের বলে গালিতে ক্যাচ দিলেন তিনি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় এক উইকেটে ২৬রান ভারতের।ঐতিহাসিক ইডেন টেস্টে প্রথম বল করেছিলেনইশান্ত শর্মা। প্রথম বল খেলেছিলেন শাদমান ইসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন এই দু''জন। ইশান্ত আবার গোলাপি বলে প্রথম উইকেটও নিয়েছিলেন। তাঁর বলে এলবিডব্লিউ হয়েছিলেন ইমরুল কায়েস (৪)। শেষ পর্যন্ত পাঁচ উইকেট নিলেন ভারতীয় পেসার ইশান্ত শর্মা। এটা তাঁর কেরিয়ারের দশম পাঁচ উইকেট। ইশান্তের বোলিং গড় ১২-৪-২২-৫। উমেশ যাদব (৩-২৯), মহম্মদ শামি (২-৩৬) থাকলেন সঙ্গতে। রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে বলই করতে হল না। রবীন্দ্র জাডেজা করলেন মাত্র এক ওভার।১৫ রানে পড়েছিল বাংলাদেশের প্রথম উইকেট। পরের দুই উইকেট পড়ল দুই রানের মধ্যে। সেই শুরু। এর পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল পদ্মা পারের দল।বাংলাদেশের দ্বিতীয় উইকেটের নেপথ্যে বোলার উমেশ যাদবের চেয়েও অবশ্য কৃতিত্ব বেশি দ্বিতীয় স্লিপে থাকা রোহিত শর্মার। মোমিনুলের খোঁচা ডানদিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ধরলেন মুম্বইকর। কোনও রান না করেই ফিরলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। এর দুই বল পরেই উমেশের বল ব্যাটের কাণায় লাগিয়ে বোল্ড হলেন মিঠুন। তিনিও খাতা খুলতে পারেননি।ম্যাচের ১১তম ওভারেবাংলাদেশ অধিনায়ক মোমিনুল হক ও মহম্মদ মিঠুন ফেরার পর ১২তম ওভারে ফিরলেনপাঁচ নম্বরে নামামুশফিকুর রহিম। ব্যাটে লাগিয়ে বোল্ড হলেন তিনি। এক্ষেত্রে বোলার ছিলেন মহম্মদ শামি। মোমিনুল, মিঠুন ও মুশফিকুর প্রত্যেকেই আউট হলেন শূন্য রানে।মোমিনুলের ক্যাচ অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ধরছেন রোহিত। ছবি ভিডিয়ো থেকে নেওয়া।১৭ রানে পড়ে গিয়েছিলতিন উইকেট। চতুর্থ উইকেট পড়ল ২৬ রানে। এবং ড্রিঙ্কসের পরই পড়ল পঞ্চম উইকেট। স্কোরবোর্ডে তখন মাত্র ৩৮!বাংলাদেশের হয়ে কিছুটা লড়ছিলেন ওপেনার শাদমান। কিন্তু উমেশের বলে উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহাকে ক্যাচ দিলেন তিনি। ফিরলেন ব্যক্তিগত ২৯ রানে। হলেন উমেশের তৃতীয় শিকার। দলীয় ৬০ রানে ফিরলেন মাহমুদুল্লাহ। ইশান্তের বলে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে প্রথম স্লিপের সামনে থেকে তাঁর ক্যাচ ধরলেন ''সুপারম্যান সাহা''। মাহমুদুল্লাহ করলেন মোটে ছয়।এর পর লিটন দাস রিটায়ার্ড হার্ট হয়েছিলেন। মহম্মদ শামির বল হেলমেটে লেগেছিল বাংলাদেশের উইকেটরক্ষকের। পরের ওভারে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর রান ২৪। আম্পায়ারকে তিনি বললেন যে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে খেলতে। ২১.৪ওভারে বাংলাদেশের রান তখন ছয় উইকেটে ৭৩। বৃহস্পতিবারই ফিসফাস ছিল যে গোলাপি বল দেখতে সমস্যা হচ্ছে লিটনের। এদিন ব্যাট করার সময়ও সেটাই তাঁকে মুশকিলে ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। লিটনের পরিবর্তে ''কনকাসন সাবস্টিটিউট'' হিসেবে এসেছিলেন মেহেদি হাসান। ইশান্তের বলে এবাদত হোসেন (১) বোল্ড হওয়ার পর ক্রিজে এলেন তিনি। ৮২ রানে পড়েছিল বাংলাদেশের সপ্তম উইকেট। কিন্তু বেশিক্ষণ টিকলেন না মেহেদিও (৮)। ইশান্তের বলে মিডউইকেটে দাঁড়ানো চেতেশ্বর পূজারাকে ক্যাচ দিলেন তিনি। শেষ উইকেট হিসেবে নাইম হাসানকেও (১৯) বোল্ড করলেন ইশান্ত।তার আগেভারতে হওয়া প্রথম গোলাপি বলে দিনরাতের টেস্টেটস জিতেছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক মোমিনুল হক। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।খেলা শুরুর আগে দুই দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিলিত হন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু''জনে ঘণ্টা বাজিয়ে সূচনাও করেন খেলার। সেখানে তখন ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভিআইপি বক্সে আবার সচিন তেন্ডুলকরকে দেখা গেল হাসিনার পাশে বসে কিছু বোঝাতে।ইডেনে

ঘণ্টা বাজিয়ে গোলাপি বলে টেস্টের সূচনা করছেন হাসিনা-মমতা। রয়েছেন সৌরভও। নিজস্ব চিত্র।ইনদওরে প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ১৩০ রানে জিতে দুই টেস্টের সিরিজে এগিয়ে রয়েছে ভারত। বিরাট কোহালিরদলের সামনে ইডেনে সিরিজ ২-০ করার হাতছানি। একই সঙ্গে এই টেস্ট জিতলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্টের নিরিখে অনেক এগিয়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া।এই টেস্টে ভারতের প্রথম এগারো অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান, তিনজন পেসার, দু''জন স্পিনার ও এক উইকেটকিপারেই খেলছে ভারত। কম্বিনেশনে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। বাংলাদেশ দলে অবশ্য দুটো পরিবর্তন হয়েছে। বাঁ-হাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও অফস্পিনার মেহেদি হাসান বাদ পড়েছেন। দলে এসেছেন পেসার আল-আমিন ও অফস্পিনার নাইম হাসান। ফলে, মুস্তাফিজুর রহমান থাকলেন দলের বাইরেই। নেটে গোলাপি বল দেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হলেও উইকেটকিপার হিসেবে খেলছেন লিটন দাসই।নজরবন্দি ব্যুরো: গোলাপি টেস্টের প্রথম দিনের লাঞ্চের বিরতি পর্যন্ত বাংলাদেশ ৭৩ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা। দ্বিতীয় স্লিপে রোহিত শর্মা বাঁজ পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মোমিনুল হকের ক্যাচ, উমেশ যাদবের বলে ঐতিহাসিক গোলাপি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার টিম স্পিরিটকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। গোলাপি টেস্টের প্রথম ঘন্টাতে চার উইকেট উপড়ে পড়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি মুশফিকুরেরা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি টেস্টে ভারতের প্রথম উইকেট শিকারি ঈশান্ত শর্মা, ইমরুল কায়েসকে ৪ রানে এলবিডবলু করে। ইতিহাসের পাতায় ঈশান্তের নাম জুড়ে গেছে আরও একটি কারণে। কেননা ভারতীয় পেস বোলার ঈশানের হাত ঘুরেই প্রথম গোলাপি টেস্টে বল গড়িয়েছে, ব্যাট হাতে ছিল শাদমান ইসলাম। ১৫ রানে বাংলাদেশের প্রথম উইকেট পড়ার পর, মাত্র দুই রানের ব্যবধানে পড়ে গেল আরও ২ উইকেট। খড়কুটোর মতো উড়ে গেল বাঘেরা। উমেশের বলে বাংলাদেশের অধিনায়ক মোমিনুলের খোঁচা ডানদিকে বাঁজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রোহিতের অবিশ্বাস্য ক্যাচ তালুবন্দি হতেই চার্জড হয়ে ওঠে টিম বিরাট। শূন্য রানে বাংলাদেশ অধিনায়ককে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে দেখে ভরা ইডেন গার্ডেনের দর্শক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ঋদ্ধিমান সাহা ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। উমেশের বলে বাংলাদেশ ওপেনার শাদমান আর ঈশান্তের বলে মাহমুদুল্লাকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিলেন সুপারম্যানের স্টাইলে ক্যাচ ধরে। এখনও পর্যন্ত ভারতের ঈশান্ত ২, উমেশ ৩, সামি ১ উইকেট নিয়েছে। সন্ধ্যে আর রাতের সেশনে ঐতিহাসিক গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্টের প্রথম দিনের খেলা বাকি রয়েছে।গোলাপি বলে বাংলাদেশ টিঁকল মাত্র ৩০.৩ ওভার! ইডেন পিঙ্ক বলে দিন রাতের ঐতিহাসিক টেস্ট খেলতে নেমে এদিন টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ১০৬ রানে অলআউট বাংলাদেশ। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৯ রান করলেন শাদমান ইসলাম।বঙ্গ ব্যাটসম্যানদের নার্ভ ফেলম্যাচের শুরুটা ভালো করলেও ভারতীয় পেসারদের সামনে বঙ্গ ব্যাটসম্যানদের স্নায়ু ফেল করে। একসময় শতরানের গণ্ডি পার করতে পারবে কিনা, সেই নিয়ে চাপে ছিল মমিনউলরা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১০৬ রানে পৌঁছয় তারা। বাংলাদেশের হয়ে চার ব্যাটসমান ০ রানে সাজঘরে ফেরেন। সব মিলিয়ে ৯ ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের গণ্ডি ছোড়ায় আগে সাজঘরে ফেলেন। ইডেনে ভারতের আগুনে বোলিংয়ের সামনে বাংলাদেশ দল কোনও প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেনি।ইডেন এখন পেসারদের স্বর্গ্যরাজ্যভারতের হয়ে এদিন ইশান্ত শর্মা ৫টি, উমেশ ৩টি ও মহম্মদ শামি ২টি উইকেট পেলেন। লাল বলের চেয়ে এদিন গোলাপি বলে সুইং অনেক বেশি দেখা গেল। সেই সঙ্গে নৈশালোকে ম্যাচ শুরু হতে স্লিপে ক্যাচ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়লেন রোহিত শর্মা। অন্যদিকে কিপার ঋদ্ধিমান সাহা কিন্তু এদিন উইকেটের পিছনে স্বমহিমায়। এদিনও উইকেটের পিছনে দুটি অনবদ্য ক্যাচ নিয়েছেন।ম্যাচ চার দিন গড়াবে কিনা বড় সংশয়মাত্র ৩০.৩ ওভারে বাংলাদেশকে গুটিয়ে দেওয়ার পর, ঐতিহাসিক এই ম্যাচ চারদিন পর্যন্ত গড়াবে কিনা, সেই নিয়ে সমর্থক ও ক্রিকেট কর্তাদের মধ্যে সংশয় বাড়ল বড়া চলে। ম্যাচে চতুর্থ দিনেরও সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সেখানে এই ম্যাচ চারদিন পর্যন্ত যাবে কিনা, বড়সংশয়!

শচীন.শচীন.শব্দব্রহ্মে কেঁপে উঠল স্বর্গোদ্যান ! ''এটা কলকাতাই পারে'', বললেন ভগবান

বছর কয়েক পর, ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যান ফের একবার কেঁপে উঠল ক্রিকেটের ভগবানের নামে। নিজের প্রিয় ফুলে পুজো পেয়ে যেন ধন্য হলেন ভগবান। ইতিহাস তৈরি হওয়ার মুহূর্তে উপস্থিত থেকে বলে দিলেন, এই রাজকীয় আয়োজন একমাত্র কলকাতায় সম্ভব, একমাত্র ইডেন গার্ডেন্সই করে দেখাতে পারে।পিঙ্ক বলে দেশের মাটিতে প্রথম টেস্টকে স্মরণীয় করে রাখতে সবরকম আয়োজন করেছিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কোনও কসুর বাকি রাখেননি তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়করা ছিলেন, ছিলেন সৌরভের সতির্থরাও। প্রথম বিরতির সময় বিসিসিআইকে সাক্ষাতকার দিতে মাঠে বসে পড়েন ফ্যাব ফোর। ছিলেন শচীন টেন্ডুলকর, অনিল কুম্বলে, হরভজন সিং ও ভিভিএস লক্ষ্মণ। শচীন মাইক হাতে তুলে নিতেই কেঁপে ওঠে গ্যালারি ভর্তি ইডেন। কয়েক বছর ঘুরে ফের ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যান গর্জে শচীন. শচীন. ডাকে। আপ্লুত হয়ে পড়েন মাস্টার ব্লাস্টারও।সাক্ষাতকার দিতে বসে ইডেনে কাটানো মধুময় স্মৃতি একের পর এক তুলে ধরেন শচীন-ভাজ্জিরা। দেশের সবচেয়ে পুরনো ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টির জন্য বারবার ধন্যবাদ জানান সৌরভকে। বলেন, ''ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে একটা নতুন পাতা যুক্ত হতে চলেছে। এটাই প্রথম দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ।

সৌরভ আর ওর টিমের বাকি সকলের প্রচেষ্টায় আজ এটা সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয় দলগত প্রচেষ্টা ছাড়া এই আয়োজন সম্ভব নয়।''এহেন রাজকীয় আয়োজন একমাত্র কলকাতা এবং ইডেন-ই করতে পারে বলে পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দেন শচীন। ক্রিকেটের জন্য এহেন উন্মাদনা তিলোত্তমাতেই সম্ভব, মেনে নেন তিনি। শচীনের কথায়, ''এই ধরনের রাজকীয় আয়োজন কলকাতাতেই সম্ভব। কলকাতার একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। কলকাতা এই ধরনের ঐতিহাসিক আয়োজনের জন্যই বিখ্যাত।''

মাথায় চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন লিটন

মহম্মদ সামির শর্ট বলটা পুল করতে গিয়ে ব্যর্থ লিটন দাস। বল সপাটে লাগে তাঁর হেলমেটে। প্রথমবার আঘাত পাওয়ার পর অবশ্য খেলা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু পরের ওভারে ফের ইশান্ত শর্মার বলে আঘাত পেলেন সেই মাথাতেই। এবার আর খেলার জায়গায় ছিলেন না বাংলাদেশ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানটি। ভারতীয় পেস আক্রমণের সামনে কিছুটা প্রতিরোধ গড়া লিটনকে আহত হয়ে ফিরে আসতে হয় ড্রেসিংরুমে।বিসিবির মিডিয়া ম্যানেজার জানিয়েছেন, স্ক্যান করাতে লিটনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে। শেষ পর্যন্ত ইডেন টেস্ট থেকে তাঁকে ছিটকেই যেতে হলো। তাঁর ''কনকাশন'' বদলি হিসেবে নেমেছেন মেহেদি হাসান মিরাজ।বাংলাদেশের হাতে কনকাশন বদলি হিসেবে আর কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান নেই। টেস্ট স্কোয়াডে থাকা মোসাদ্দেক হোসেন দেশে যাওয়ার পর তাঁকে আর ফেরানো হয়নি।

দাদার মাথায় বলটা লাগতেই বুঝলাম খারাপ কিছু হয়েছে, স্মৃতি হাতড়ে বললেন খালেদ মাসুদ

সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা বড় বিপজ্জনক। সরু সুতোয় ঝুলছে জীবন-মৃত্যু। ক্রিকেটও অনেকটা যেন সেই ট্রাপিজেরই খেলা। এই জীবন তো এই মৃত্যু! বোলারের বিষাক্ত ডেলিভারি এক মুহূর্তেই ব্যাটসম্যানের খেলা শেষ করে দিতে পারে। আবার এই বল আক্ষরিক অর্থেই কেড়ে নিতে পারে তাজা প্রাণ।ঠিক যেমনটা ঘটেছিল ১৯৯৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে। অভিশপ্ত সেই দিনে মেহরাব হোসেনের ব্যাট থেকে ছিটকে আসা বল রমন লাম্বার জীবনদীপ নিভিয়ে দেয়। ২১ বছর আগের ঘটনা এখনও বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক খালেদ মাসুদের বুকে ঝড় তোলে, চোখের কোল করে তোলে ভারী। সে দিনের সেই ম্যাচে লাম্বার দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। আনন্দবাজার ডিজিটালকে খালেদ বললেন, ''''আমাদের কথা শুনে হেলমেট পরলে দাদাকে (রমন লাম্বা) এ ভাবে চলে যেতে হত না।''''কী হয়েছিল সে দিন? ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ঘরোয়া লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আবাহনী ক্রীড়াচক্র ও ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং। গ্যালারিতে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। স্মৃতির পাতা উল্টে খালেদ বলছিলেন, ''''খেলার মাঠে আবাহনী ও মহমেডানের লড়াইয়ের কথা সবারই জানা। সেই ম্যাচটা ছিল লো স্কোরিং। তাই টেনশনও ছিল।'''' মহমেডানকে চাপে ফেলতে ফিল্ডারদের ক্লোজে ডেকে এনেছিলেন খালেদ। রমন লাম্বা দাঁড়িয়ে পড়েন ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে। গড়গড় করে সেই ম্যাচের বিবরণী দিয়ে খালেদ বলেন, ''''আমাদের ক্যাপ্টেন আকরামভাই (আকরাম খান) চোটের জন্য মাঠে ছিলেন না। আমি দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম। খুব কম রান করেছিলাম আমরা। ওই রানের পুঁজি নিয়ে জিততে হলে আমাদের অ্যাটাকিং ফিল্ডিং করতে হত। সবাইকে ক্লোজে ডেকে নিয়েছিলাম। রমন লাম্বা হেলমেট ছাড়াই দাঁড়িয়ে গেল ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে। আমি দাদাকে বললাম, তুমি হেলমেট নিয়ে নাও। দাদা পাল্টা বলেন, দু''একটা বলের জন্য দরকার নেই হেলমেটের।'' তখন কী আর লাম্বা জানতেন, হেলমেট না পরার জন্য তাঁকে মাঠেই জীবন দিতে হবে!চোখধাঁধানো সংবর্ধনায় গাইবেন রুনা লায়লাঐতিহাসিক ইডেন টেস্টের বল গড়াচ্ছে শুক্রবার। বাংলাদেশের হয়ে প্রথম টেস্টে খেলা ক্রিকেটারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। খালেদ মাসুদ ছিলেন সেই দলের সদস্য। ভারতে আসার জন্য তোড়জোড় করছেন তিনি। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেই প্রয়াত রমন লাম্বা সম্পর্কে অনর্গল বলে গেলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন উইকেট কিপার। তিনি বলছিলেন, ''''শর্ট বল করেছিল সইফুল্লা খান। অপি (মেহরাব) জোরে পুল মারে। লাম্বার মাথায় লেগে বলটা এল আমি যেখানে কিপিংয়ের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক পিছনেই। ওয়ালে বল লাগলে যেমন রিটার্ন আসে লাম্বার মাথায় লেগে ঠিক তেমনটাই হয়েছিল। আমি ধরে ফেলি সেই ক্যাচ।''''খালেদ মাসুদ থাকছেন ইডেনে।আহত লাম্বা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার পরের ঘটনা সবার জানা। ঢাকার একটি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। কোমায় চলে যাওয়া লাম্বাকে আর বাঁচানো যায়নি। জীবন-মৃত্যুর মাঝে তিনি থমকে ছিলেন তিন দিন। ২৩ ফেব্রুয়ারি সবাইকে কাঁদিয়ে লাম্বা চলে যান না-ফেরার দেশে। খালেদ বলে চলেন, ''''রমন লাম্বার কথা খুব মনে পড়ে। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন ওকে মিস করব। ওর এ ভাবে চলে যাওয়াটা এখনও মানতে পারি না। অপি আর সইফুল্লা অনেক দিন ভুলতে পারেনি ওই ঘটনা। নিজেদের অপরাধী বলে মনে করত। দাদার মাথায় বলটা আছড়ে পড়তেই বুঝেছিলাম খারাপ কিছু একটা হবে। লক্ষণ দেখে সে রকমই মনে হচ্ছিল। যে দিন রমন লাম্বার দেহ ক্লাবে আনা হল, সে দিন আমরা নিজেদের আর স্থির রাখতে পারিনি। কয়েক বছর আগে ফিল হিউজ মারা গেল মাঠের ভিতরে। রমন লাম্বার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। কী করে ওঁকে ভুলব বলুন? বাংলাদেশের ক্রিকেটে ওর অবদান কম নয়।''''দক্ষতার সঙ্গে উইকেট কিপিং করেছেন মাসুদ।সেই সময়ে অরুণলাল, অশোক মলহোত্রারা বাংলাদেশের স্থানীয় লিগে খেলতে যেতেন। সামান্য কয়েক ঘণ্টা অনুশীলন করেই তাঁরা নেমে পড়তেন মাঠে। খালেদ বলছিলেন, ''''রমন লাম্বা আমাদের কাছে আইডল ছিল। ভারতের হয়ে খেলেছিল। অথচ আমাদের সঙ্গে কত সহজ করে মিশত। কত কিছু শিখেছি রমন লাম্বার কাছ থেকে। ও কী ভাবে শট মারত, পার্টনারশিপ কী ভাবে গড়ত, তা দেখতাম। এগুলো পরে খুব কাজে দিয়েছিল। বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতির পিছনে ওঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আজ রমন লাম্বা বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নতি দেখে নিশ্চয় খুশিই হত।''''এই দিনটাই তো আর দেখা হল না রমন লাম্বার। তার আগেই ক্রিকেট বল ছিনিয়ে নিয়ে গেল ৩৮ বছরের ডাকাবুকো এক ক্রিকেটারকে। প্রমাণ করে দিয়ে গেল ক্রিকেট ট্র্যাপিজেরই খেলা। এই জীবন তো এই মৃত্যু!

No F 1 (2)/SDM/UDP/BEUP/33-KBN-SHAL/2019-20/2623-33
Dated : the 18th November, 2019
PRESS NOTICE INVITING QUOTATION
On behalf of the Governor of Tripura, **the** undersigned is hereby invited the Sealed Quotation in prescribed format, from the reputed & Authorized Dealers / Supplier / Farm / Agency / Co-Operative Society having valid trade license, GST Registration Certificate for supply of 160 (one hundred sixty) nos (10 nos joint benches for each School) Wooden Joint Bench for 16 (sixteen) Nos High & Higher Secondary School namely, 1 Gangachhara H. S. School, 2. Tulamura H. S. School, 3. Dhuptali High School, 4. Mirza H. S School, 5. Samukchara High School, 6. Mirza Chandpur High School, 7. Rani High School, 8. Kakraban H. S. School, 9. Kakraban Girls High School, 10. Shilghati High School, 11. Shalgarah H. S. School, 12. Garjanmura H. S School, 13. Tutabari High School, 14. Amtali High School, 15. Palatana H. S. School and 16. Dudhpuskarini High School under BEUP Scheme during the Financial Year, 2019-20. The details of require materials. prescribed format of the quotation and other terms & condition of the quotation including **D-Call Amount** can be seen from **the Notice Board** of Office of the Sub-Divisional Magistrate, Udaipur, Gomati District and State Government portal. If any bidders interested. may he / she collect the prescribed format from the In-Charge of Nazarat Section of this office at free cost.
The interested bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala sealed Kham I Envelop by indicating the price in words & figure along with necessary documents will be dropped in Tender Box to the Office of the undersigned **w.e.f. 25th November, 2019 to 10th December, 2019 up to 4.00 PM** except Govt. Holiday. The same will be opened on 10th-December, 2019 at 4.30 PM in presence of authorized bidders or representative of the bidders.
ICA/C-1692/2019-20
(A. Roy)
Sub-Divisional Magistrate
Udaipur, Gomati District.
একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা, জীবনের স্বার্থে আমাদের অঙ্গীকার

PNIe-T No. 04/EE/DWS/KD/2019-20 Dt.19/11/2019
(1)DNIe-T No.13/EE/DWS/KD/2019-20
(2)DNIe-T No.14/EE/DWS/KD/2019-20
(3)DNIe-T No.21/EE/DWS/KD/2019-20
(4)DNIe-T No.22/EE/DWS/KD/2019-20
(5)DN1e-T No.27/EE/DWS/KD/2019-20
(6)DN1e-T No.34/EE/DWS/KD/2019-20
(7)DNIe-T No.35/EE/DWS/KD/2019-20
Period of downloading of biding documents at :- 21/11/2019 to 13/12/2019
Deadline for online Bidding :- 13/12/2019 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid:- 17/12/2019 up to 16,00 Hours
Place of opening of Bid(s) : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.govin
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
ICA/C-1704/2019-20
Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura
নেশা শরীর ও সমাজকে ক্ষতি করে আসুন, সুস্থতার দিশা দেখাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/29/2019-20 dated: 18/11/2019
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 06/12/2019.

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Providing LAN connectivity at newly constructed Court Building (G+5) in the Court Complex of District & Session Judge, Agartala, West Tripura **DNIeT No.EE-IED/AGT/40/2019-20**	Rs. 1,335,647.00	Rs. 13,356.00	60(Sixty) days	U pto 15.00 Hrs on 6/12/2019	At 15.30 Hrs on 10/12/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	Setting up of an institute of Driving Training & Research (IDTR) at Jirania, West Tripura/ SH: Construction of (I) Academic:, Administrative,Driving laboratoty and library building (II) Workshop building. (III) 20 seated hostel (IV) Canteen building/ maintenance of stolen electrifications. **DNIeT No.EE-IED/AGT/41/2019-213**	Rs. 821,685.00	Rs. 8,217.00	60(Sixty) days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
ICA/C-1698/2019-20
নেশার বিরুদ্ধে উঠেছে আওয়াজ-নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়বো আজ।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কথক ড্যান্স রিসাইটেল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধ, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। আগরতলায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আজ সন্ধ্যায় কথক ড্যান্স রিসাইটেল এবং নবোদিত (ইয়াং টেলেন্ট) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বরেন্য কথক শিল্পী এবং নৃত্যগুরু অসীমবন্ধ ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের ন্যাশনাল স্কলারশীপ পাওয়া শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বরেন্য নৃত্যগুরু অসীমবন্ধ ভট্টাচার্য বলেন, শেখার কোনও শেষ নেই। তিনি এখনো নাচের ছাত্র। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যদিয়ে সারা দেশেই অনেক নতুন প্রতিভার বিকাশ ঘটছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যে কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে অন্যের উপস্থাপনা দেখে শিখতে হবে। তাদের উৎসাহ দিতে হবে। তাতে উভয়েরই লাভ হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ দেব বলেন, ছেলে-মেয়েদের সুষ্ঠ প্রশিক্ষণের জন্য কর্মশালার গুরুত্ব রয়েছে। নবীন প্রতিভার বিকাশে সারা রাজ্যেই এখন কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বিশিষ্ট সেতার বাদক সুমেধা দেববর্মা, রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্য উৎপল বিশ্বাস। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার কুনাল ঘোষ। ই জেড সি সি তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের সহযোগিতায় কথক নাচের উপর চারদিনের কর্মশালার আয়োজন করেছে। আজ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

পূর্ত ঘোটালায় সুনীল ভৌমিকের জামিনের আবেদন নাকচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। পূর্ত ঘোটালায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিককে আজ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, আদালতে তার জামিনের আবেদন নাকচ হয়েছে। আদালত তাকে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলা হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরি এবং প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিক গ্রেফতার হয়েছে। তারা বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছে। আদালত দুই জনকেই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে আদালতে তোলার নির্দেশ দিয়েছে।

উন্নয়নের সুফল যাতে সব অংশের মানুষ পান তা সুনিশ্চিত করতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধ, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আজ বিশ্রামগ' মাল্টি পার পাস হলে সিপাহীজলা জেলার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, কোন কাজকেই অবহেলা করে ফেলে রাখা চলবেনা। বর্তমান সরকার মানুষের উন্নয়নে নানাবিধ কাজকর্ম করে চলেছে। এর সুবিধা যাতে সব অংশের মানুষ পান তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রক'ত গরীব অংশের মানুষদেরই বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচন করার জন্য তিনি জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ দিয়েছেন। রেগার মাধ্যমে স্থায়ীসম্পদ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার বি এ ডি পি প্রকল্পের কাজকে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সাথে যুক্ত করেছে। গ্রামা'লের উন্নয়নে সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশনকে সামনে রেখে আমার গ্রাম আমি পরিষ্কার রাখব এই মানসিকতা নিয়ে গ্রামবাসীদের চলতে হবে। উন্নয়নের দিক দিয়ে কোন গ্রাম প'ায়েত কাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করার জন্য উপমুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিয়ে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া জানান, সিপাহীজলা জেলায় এ বছর এখন পর্যন্ত এম জি এন রেগায় ২৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৯২টি শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে ৪ হাজার ৮০৮টি কাজের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৭৩৯টি কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্টগুলির কাজ চলছে। উদ্যান দপ্তর থেকে ১৩২ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফলের বাগান করে দেওয়া হয়েছে। ৬২.১২ হেক্টর এলাকায় জলাশয় নির্মাণের কাজ চলছে। বন এবং উদ্যান দপ্তর থেকে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার বিভিন্ন জাতের নার্সারি করা হয়েছে। এছাড়াও জেলায় ৭৫ কিলোমিটার ইটের রাস্তা সম্প্রসারণ করা হয়েছে বলেও সভায় জানানো হয়েছে। বৈঠকে আরো জানানো হয়, পি এম এ ওয়াই (আর্বাণ) প্রকল্পে ৬৮১০টি ঘরের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৮১৩টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্টগুলি নির্মাণের কাজ চলছে। বি এ ডি পি প্রকল্পে ৫৭টি কাজের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২১টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বৈঠকে আরো জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রকল্পে ১৯১টি কাজের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৭৫টির কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্টগুলির কাজ চলছে। সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে এখন পর্যন্ত জেলার জন্য ১০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। বৈঠকে ক'ষি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় ফসল বীমা যোজনার আওতায় এখন পর্যন্ত এসেছেন ৪৩৮৭ জন ক'ষক। সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়েছে ৪৬৩ জনকে।

বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলাপরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, অতিরিক্ত জেলাশাসক উদয়ন সিনহা, প'ায়েত দপ্তরের অধিকর্তা রাজেন্দ্র কুমার নোয়াতিয়া, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

ঝাড়খণ্ড এখন নকশালমুক্ত গভীর রাতেও মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন : জে পি নাড্ডা

লাতেহার (ঝাড়খণ্ড), ২২ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে এবারের বিধানসভা নির্বাচন কলঙ্কের সরকার এবং পাঁচ বছরের নিষ্কলঙ্ক সরকারের মধ্যে। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের যা পরিস্থিতি ছিল, তা কারও কাছে গোপন নয়। শুক্রবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এমনই মন্তব্য করেছেন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। এদিন ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলার চন্দবা সদর ব্লকের অন্তর্গত ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা। নির্বাচনী জনসভায় জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ডে এবারের বিধানসভা নির্বাচন কলঙ্কের সরকার এবং পাঁচ বছরের নিষ্কলঙ্ক সরকারের মধ্যে। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের যা পরিস্থিতি ছিল, তা কারও কাছে গোপন নয়। চরমপন্থার কারণে দুর্দশার মধ্যে কাটছিল সাধারণ মানুষের জীবন। কিন্তু, পাঁচ বছরের মধ্যেই নকশালবাদ পুরোপুরি খতম করেছেন রঘুবর দাস। এখন গভীর রাতেও মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন।'

এদিনের নির্বাচনী জনসভায় ৩৭০ অনুচ্ছেদ ইস্যুতে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'কংগ্রেসের জন্যই ৭০ বছর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল কাশ্মীর। কাশ্মীরের তিনটি পরিবার সমগ্র কাশ্মীরকে শোষণ করেছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদের কারণে কাশ্মীরে দুর্নীতি দমন আইন কার্যকর হয়নি, সেই সুযোগ নিয়ে কাশ্মীরকে শোষণ করেছে তিনটি পরিবার। ৩৭০ অনুচ্ছে বিলুপ্তির পরই দুর্নীতির তদন্ত শুরু হয়েছেউ শীঘ্রই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবার জেলের হাওয়া খাবে। তিন-তালাক ইস্যুতে কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়ে জে পি নাড্ডা বলেছেন, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতির মতো কুপ্রথা যখন দেশ থেকে নির্মূল করা হয়েছে, তাহলে কংগ্রেস কেন তিন-তালাক প্রথাকে বিলুপ্ত করতে চায়নি? বিশ্বের সমস্ত বড় বড় মুসলিম দেশে তিন-তালাককে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছেউ তা সত্ত্বেও ভারতে তিন-তালাক কলঙ্ক ছিল। মোদীজির দক্ষ নেতৃত্বের কারণেই বিশ্বের বড় বড় দেশ এখন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী। আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তি এখন জ্বলজ্বল করছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তদন্ত

তেলআবিব, ২২ নভেম্বর (হি.স.) : ঘুষ, দুর্নীতি ও জালিয়াতির মামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। এখন তাকে আদালতে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে। শুক্রবার স্থানীয় খবরে এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। জানানো হয়েছে, দেশের বিচার মন্ত্রক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি সত্য বলে প্রমাণ পেয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল তাকে ঘুষ গ্রহণ, প্রতারণা এবং তিনটি পৃথক মামলায় আস্থা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছিলেন। তবে এই অভিযোগ খারিজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে তদন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর পাশাপাশি নেতানিয়াহু অভিযোগ গঠনের সময় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছিলেন যে এটি ইসরায়েলের রাজনীতির পক্ষে প্রতিকূল সময়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুলিশ ও তদন্তকারীরা আইনের বাইরে নয়। এখন সময় এসেছে তদন্তকারীদের তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার।

তীর জুয়ার সরঞ্জাম সহ পুলিশের জালে ধৃত জুয়া চক্রের বাদশা

নিজস্ব প্রতিনিধ, চুরাইবাড়ি, ২২ নভেম্বর।। দীর্ঘদিন পর তীরের বাদশা অধির মালাকারকে তীর সামগ্রী সহ হাতেনাতে পাকড়াও করতে সক্ষম হল কদমতলা থানার পুলিশ।মূলতঃ একনাগাড়ে কুড়ি বছর ধরে তীর জুয়ার পাশাপাশি বিলেতি মদের ব্যবসা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছিলো অধির। কিন্তু পুলিশের নিকট খবর থাকা সত্ত্বেও তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করা যায়নি। আজ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আগে থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকে কদমতলা থানার সেকেন্ড ওসি প্রজিত মালাকার এবং এসআই অপু দাস।বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ মোবাইলের মাধ্যমে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার তীরের নাম্বার আদান-প্রদান হতে থাকে তখনই তার মিষ্টির দোকানে হানা দেয় পুলিশ। মূলতঃ মিষ্টির দোকানের আড়ালে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে তীরের রমরমা ব্যবসা।এককালের নিঃস্ব, হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে অধির মালাকার আজ তীরের ব্যবসায় কোটিপতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন ৮-১০ লক্ষ টাকার বিনিময় ঘটে তার এই মিষ্টির দোকানে।

সাধারণত দরিদ্র দিনমজুররা তারই তীরের খপ্পরে পড়ে সর্বহারা হচ্ছেন। অতি লোভের প্রলোভনে পা দিয়ে প্রতিদিন শত শত টাকা তীরের নামে ভাসিয়ে দিচ্ছেন দিনমজুররা। দিনের শেষে নিঃস্ব হাতে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাদের আর অপরদিকে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেছে তীরের বাদশা অধির মালাকার। আজ পুলিশ তাকে প্রেমতলাস্থিত নিজের মিষ্টির দোকান থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। তার সঙ্গে একটি মোবাইল ফোনসহ অজস্র কাগজে লেখা তীরের নম্বর এবং নগদ ২৭শ টাকা পাওয়া যায়।পুলিশের আচ বুঝতে পেরে তীর খেলোয়াড়রা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এদিকে, অধীর মালাকার দীর্ঘ বছর ধরে একনাগাড়ে তীরের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কখনো শোনা গিয়েছে পুলিশকে মাসোয়ারা দিয়ে নাকি তার এই ব্যবসা দীর্ঘায়িত করেছে। কিন্তু নিন্দুকেরা যাই বলুক না কেন অধীর মালাকার বুক চিতিয়ে এককভাবে তীরের ব্যবসার মালিকানা চালিয়ে যাচ্ছিল। তার বেশ কয়েকজন এজেন্টসহ ম্যানেজারও রয়েছে। অর্থাৎ তার তীরের ব্যবসা দীর্ঘ পরিসর লাভ করেছে।বাম আমলে ছিল সে কট্টর সিপিআইএম সমর্থক কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেও রং বদল করে নিয়েছে। যাতে কোনোভাবেই তার ব্যবসায় বাটার টান না পড়ে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, অনেকদিন তাকে তীর ব্যবসা বন্ধ করার আবেদন করলেও সে বুক চিতিয়ে বলে পুলিশ আমার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু আজ তাকে পুলিশ হাতেনাতে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে সে থানার লকআপে রয়েছে। আগামীকাল তাকে ধর্মনগর জেলা আদালতে তোলা হবে।

এদিকে, এই তীর ব্যবসার আরও বড় বড় এজেন্ট রয়েছে কদমতলা বাজারে। কুসুম চন্দ এবং আরো দুজন ব্যবসায়ী তীর ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। যারা কদমতলা বাজারে অবাধে তীরের ব্যবসা চালাচ্ছে। এখন দেখার পুলিশ তাদের কোন কিনারা করতে পারে কিনা ?

এইচআইভি আক্রান্ত কিশোরীর সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন বিরাট

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি.স) : তাকে মনে রেখে দিয়েছেন ভারতের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দ্বিতীয়বার দেখা হতেই চিনতেও পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তাকে সঙ্গে নিয়ে ঐতিহাসিক গোলাপি বলের টেস্ট ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছেন বিরাট।

সমগ্র ঘটনা যেন সপ্নের মতো লাগছে এইচআইভি আক্রান্ত ওই ১৩ বছর বয়সী কিশোরীর। দিন তিনেকের মধ্যেই নিজেকে তারকা মনে হতে শুরু হয়েছে তার। ওই কিশোরী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুরের এক হোমের আবাসিক। 'অফার' নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওই হোম পরিচালনা করে। তিন দিন আগে সেই হোমে গিয়েছিলেন বিরাট। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান হোমের আবাসিকদের সঙ্গে। ভারত অধিনায়ককে ওই হোমের পক্ষ থেকে ২৫৪টি গোলাপের তোড়া দেওয়া হয়। গত বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৫৪ রানের সম্মানে তাঁকে ওই বিশেষ ফুলের তোড়া দেওয়া হয়েছিল।

শুক্রবার ঐতিহাসিক দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামার আগে দুই দলের জাতীয় সঙ্গীত গায়। এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে অফার নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আবাসিকদেরকেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাঠে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ৪০ জন আবাসিক দড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল। মাঠে নামার সময়ে সেই কিশোরীকে চিনতে পারেন বিরাট কোহলি। যে বারুইপুরে তাঁর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়েছিল। তাঁর এইচআইভি পজিটিভ রোগ সম্পর্কেও অবগত ছিলেন বিরাট। সেই পরিচিত মুখ দেখা মাত্রই হাত বাড়িয়ে দেন ভারত অধিনায়ক। হাত ধরে সেই কিশোরীকে নিয়ে যান মাঠে। তাঁর সঙ্গেই ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছেন বিরাট কোহলি।

তিন দিনের মধ্যে দুই বার ভারত অধিনায়ক এবং বিশ্ব ক্রিকেটের তারকা ব্যক্তি বিরাট কোহলির সঙ্গে সাক্ষাত হওয়া। এবং সেই বিখ্যাত ব্যক্তির মনে জায়গা করে নেওয়া। সব মিলিয়ে বেজায় খুশি ওই কিশোরী। আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় যেন হারিয়ে ফেলেছে কোথা বলার ক্ষমতা। সে বলেছে, 'মনে হচ্ছে যেন চাঁদে রয়েছি। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমার সঙ্গে এমন একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটল।'

ঝাড়গ্রামে দাঁতালের আতঙ্কে পাকা ধান ঘরে তুলতে পারছে না কৃষকেরা

ঝাড়গ্রাম, ২২ নভেম্বর (হি: স.) : দলমা দলের দাঁতালদের আতঙ্কে পাকা ধান ঘরে তুলতে পারছে না কৃষিকেরা। পাশাপাশি জমিনের পাকা ধান খেয়ে সাবাড় করছে দাঁতালেরা। আর হুলা পার্টিরা শত চেষ্টা করেও এলাকা থেকে তাড়াতে পারছে না এই হাতির দলটিকে। গত কুড়ি বাইশ দিন ধরে একই ভাবে তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছেন হাতির দল। হাতি গুলিকে তাড়াতে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হুলা পার্টি ও বনদফতরের কর্মীদের। এই ঘটনাটি জামবনি ব্লকের গিধনি রেঞ্জের লালবাঁধ অঞ্চলের টাঙ্গিয়শোল, পলাশবনি, দর্পশিলা,বড়রাজ গ্রাম, দহিচাকুড়িয়া সহ আট দশটি গ্রামে গত কয়েক দিন ধরে চলছে হাতির হামলা।

বনদফতর হাতি গুলিকে ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিকে তাড়িয়ে দিলেও পর মুহুর্তে এরা আবার ফিরে আসছে।বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এখন জমিতে পাকা আমন ধান। সেই ধানের টানে হাতির দল ফিরে যাচ্ছে না।খাদ্য,জলের অফুরান সংস্থান পেয়ে ঝাড়খন্ডের দলমা ফিরে যেতে চাইছে না দলটি।তারউপর দলমার এই দলটি অত্যন্ত চালাক বলে মনে করছে বনদফতর।দলটিকে ড্রাইভ করার সময় ছোট দলে ভাগ হয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে।দিনের বেলায় এলাকার গ্রামের জঙ্গল গুলিতে গা ঢাকা দিচ্ছে।আর রাত হলেও তারা দল বেধে নেমে আসছে ধানের জমিতে।যথেচ্ছ পরিমানে খেয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করছে জমির ধান। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য বনদফতর লোক পাঠিয়ে দল হাতিটকে তাড়ানোর খুবই চেষ্টা করছে কিন্তু তারাও ব্যার্থ হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ গত কয়েক দিনে হাতির দল এলাকার গ্রামের ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির ধান একেবারে নষ্টা করে ফেলেছে।মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের।অন্যদিকে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিকে খাদ্যের উৎস না পেয়েই এই দলটি কিছুতেই ফিরছে না।ফলে বনদফতর তাড়িয়ে দিলেও আবারও ফিরে আসছে তারা।এলাকার দহিচাকুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা কমলকৃষ্ণ মাহাতো বলেন "আমদের এই এলাকায় গত কুড়ি বাইশ দিন ধরে দলমার দল হাতি রীতিমত তান্ডব চালাচ্ছে।প্রায় কুড়ি বাইশটি হাতি পাকা খেয়ে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে।বনদফতর লোক পাঠিয়ে হাতি গুলিকে আয়ত্বে আনতে পারছে না। কৃষকদের মাথায় হাত পড়ছে। খেয়ে ধান সব নষ্ট করে দিচ্ছে।" গিধনির রেঞ্জার বাশিরুল আলম বলেন " আমরা হাতি গুলিকে গত কয়েক দিন ধরে ড্রাইভ করাচ্ছি।কিন্তু এরা ফিরে আসছে।সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে

কৃষি ও কৃষি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছোট রাজ্যের পুরস্কারে পুরস্কৃত ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধ, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ইণ্ডিয়া টুডে গ্রপের কৃষি ও কৃষি বিষয়ক এক সমীক্ষায় ত্রিপুরা রাজ্যকে সারা দেশের মধ্যে ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা পারফরম্যান্স এবং 'কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত ছো- রাজ্য' হিসেবে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়। আজ নতুনদিল্লীস্থিত হোটেল মৌর্যতে এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের বন, পরিবেশ এবং আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রকের মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকার-এর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

বসিরহাটে জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষে আহত ১৬

বসিরহাট, ২২ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ব্লকের বকজুরি অঞ্চলের আকন্দ বেড়িয়া গ্রামে জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষ, তার জেরে আহত মহিলাসহ ১৬। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, তিন বিঘা জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দিন ধরে বিবাদ চলছিল জিয়াদ আলী মোল্লা ও লতিফ মোল্লার মধ্যে। পরিবারের মধ্যে এদিন সকালে সেই বিবাদ চরমে ওঠে এবং তা সংঘর্ষে পরিণত হয়, ঘটনায় কোদালের বাটি রড কিল চড় ঘুষি সহ দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যায়, তার জেরে আহত হয়েছেন মহিলাসহ উভয় পক্ষের ১৬ জন। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক ১৮ বছরের হাকিমুল মোল্লা, ৪৫ বছরের লতিফ মোল্ল্ ২১ বছরের আজমিরা বিবি, ৩৮ বছরের জিয়াদ আলী মোল্ল্ ৩৫ বছরের আব্বাস মোল্লা, ৩২ বছরের সাজ্জাদ মোল্ল্ ২৭ বছরের হাবিবা বিবি, ৩২ বছরের রহিমা বিবি। এদের মধ্যে চারজনকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বাকিরা হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। তারপরই হাড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। উভয় পক্ষ থেকে তদন্তে নেমেছেন হাড়োয়া থানার পুলিশ

তুমি এত ছটফট করো কেন ? মমতাকে হাসিনা

কলকাতা, ২২ নভেম্বর (হি.স): তুমি এত ছটফট করো কেন ? এক জায়গায় বসতে পারো না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছটফটানি দেখে শুক্রবার ইডেনে বলেই ফেললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও উঠতি রাজনীতিক। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা শেখ হাসিনা র। এককালে জমিয়ে আড্ডাও দিয়েছেন। ইডেনে গোলাপি টেস্ট উপলক্ষে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সেই বাম জমানা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থকরা বলে থাকেন, এনার্জির নাম ব্যানার্জি। সেই যাদবপুরে নিজের প্রথম লোকসভা ভোট থেকে ঘরের মেয়ে উঠেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হোক বা গোলাপি বলে টেস্ট ক্রিকেট, শুক্রবার ইডেনে মধ্যমণি সেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ইডেনে ঐতিহাসিক গোলাপি টেস্টে ঘণ্টা বাজিয়ে বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখ হাসিনা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।